চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 January, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ১মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অস্বাভাবিক মৃত্যু মিছিল চলছেই

পৃথক স্থানে দুইটি মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু মিছিল চলছেই। পারিবারিক অশান্তি এবং জীবন যাপনে নানাহ সমস্যার কারণে মানসিক অবসাদে অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। রাজ্যে আজ পৃথক স্থানে দুইটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাদের মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে পুলিশ জানিয়েছে। এক ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। অন্য জনকে বাড়ির পাশেই রাস্তায় মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। উভয় মৃত্যুর ঘটনায় পারিবারিক অশান্তি অন্যতম কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে। আত্মহত্যা এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার যথেষ্ট চিন্তার বিষয় বলেও মনে করা অস্বাভাবিক হবে না।

পুলিশ জানিয়েছে, আজ আগরতলায় গোর্খাবস্তি স্থিত পিএন কমপ্লেক্সে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ফাঁসিতে আত্মঘাতি হয়েছেন। এনসিসি থানার পুলিশ জানিয়েছে, গোর্খাবস্তি নতুন পল্লির বাসিন্দা বাবুল সাহা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ বলেছে, পেশায় গাড়ি চালক বাবুল সাহা গতকাল রাতে গাড়িতে সিএনজি ভরার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। আজ সকালে পিএম কমপ্লেক্সে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ পুলিশে খবর দিয়েছে। পুলিশ গিয়ে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

এদিকে তাঁর মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হয়েছে গোটা পরিবার। কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন তার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না কেউই। তবে, স্থানীয় জনগণ মানসিক অবসাদ থেকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে অনুমান করছে।

অন্যদিকে, জিরানীয়ায় রাস্তার পাশে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম সঞ্জিত দাস। তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা দাস জানিয়েছেন, জিরানীয়া ইটভাট্টার পাশে বাড়ির সামনেই রাস্তায় সঞ্জিতের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে তিনি ছুঁটে এসেছেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্বামীর সাথে থাকছেন না। কারণ, প্রায়ই ঘরে অশান্তি লেগে থাকতো। অতিষ্ট হয়ে তিনি বাড়ি ছেড়ে আগরতলায় ভাড়া বাড়িতে থাকছেন। জিরানীয়াস্থিত বাড়িতে তার স্বামী একাই থাকতেন। আজ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কারণ তিনি বলতে পারছেন না। তবে জানিয়েছেন, কারোর সাথেই তাঁর স্বামীর শত্রুতা ছিল না। ফলে, সঞ্জিত দাসের মৃত্যু অস্বাভাবিক বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, অস্বাভাবিক মৃত্যু ব্যধির রূপ নিয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পুরুষদের আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। ফলে, এ ধরনের মৃত্যু কারণ অনুসন্ধান করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। মানসিক ব্যধি উপসমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়াও জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, একটি মৃত্যু গোটা পরিবারের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। কিছু দিন আগে ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে দুই সন্তানকে খুন করে স্বামী ও স্ত্রী আত্মঘাতি হয়েছিলেন। ফলে, মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় চর্চা এবং এর সমাধান খুবই জরুরি বলেও মনে করা হচ্ছে।

ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তন : আজ দিল্লিতে ফের বৈঠক, হতে পারে নতুন চুক্তি, গেলেন প্রদ্যুতও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে আগামীকাল ফের দিল্লিতে বৈঠক হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিক, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার এবং ব্রু শরণার্থী সংগঠনের নেতৃত্ব এই বৈঠকে অংশ নেবেন। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। এদিকে, ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যে পূর্নবাসনের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে দিল্লি গেলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ।

এ ব্যাপারে ব্রু শরণার্থী নেতা ব্রুনো মসা বলেন, ব্রু শরণার্থীদের বিভিন্ন সংগঠন আগামীকালের বৈঠকে অংশ নেবে। তবে বৈঠকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা অবগত নই। তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বৈঠকে তুলে ধরার জন্য আমরা আলোচনা করছি।

এদিকে এক সূত্রের দাবি, আগামীকাল ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে পুনরায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার এবং ব্রু শরণার্থী সংগঠন ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে। তবে চুক্তিতে নতুন কী থাকবে তা এখনই কেউ বলতে পারছে না। কিন্তু, ব্রু শরণার্থীদের নতুন প্যাকেজ ঘোষণা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘকাল ধরে ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী সমস্যা জিইয়ে রয়েছে। তাঁদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিবার সেই প্রত্যাবর্তন-প্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছে।

কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, সরকারিভাবে ব্রু শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে বৈঠক সম্পর্কে আমরা অবগত নই। তবে নতুন করে চুক্তি।

পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। তার নাম ইকবাল হোসেন। বাড়ি উদয়পুরের গর্জনমুড়া এলাকায়। মৃত ইকবাল পেশায় ড্রজার চালক। প্রতিদিনই বাইক নিয়ে ড্রজার চালানোর জন্য আশা-যাওয়া করত। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর যথারীতি বাইক নিয়ে সে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। উদয়পুরের ব্রহ্মাবাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় ইকবাল। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। জিবিতে নিয়ে আসার পথেই তার মৃত্যু হয়। অজ্ঞাত পরিচয় একটি অটো কিংবা গাড়ি বাইককে ধাক্কা দিলেই ঘটনাটি ঘটে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। তার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লক আপে মৃত্যু পরিবার পেল ৩ লক্ষ টাকা সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। পশ্চিম থানার লক আপে মৃত সুশান্ত ঘোষের পরিবারের হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন মহকুম শাসক অসীম কুমার সাহা ও এলাকার বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। বুধবার লঙ্কামুড়াস্থিত মৃত সুশান্ত ঘোষের বাড়িতে এলাকার বিধায়ক ও মহকুমা শাসক উপস্থিত হয়ে এই চেক তুলে দেন। এই প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে ডাঃ দিলীপ দাস জানান একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার উপর কারোর কিছু করার না থাকলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাত ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিঠে পুলি! উৎসাহের সাথে এই উৎসব পালিত হল রাজ্যে। ছবি- নিজস্ব।

উৎসাহের সাথে পালিত মকর সংক্রান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জানুয়ারি ।। মকর সংক্রান্তি হিন্দু বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বনের অন্যতম পার্বন। এদিন গ্রাম ত্রিপুরা মোহিত হয় হরিনাম সংকীর্তনে। এর যেমন ধর্মীয় ভাবাবেগ রয়েছে ঠিক তেমনি এই উৎসবের মধ্য দিয়ে গ্রাম ত্রিপুরার মানুষ একে অপরের সঙ্গে একাত্মবোধে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পান। বর্তমান আত্মকেন্দ্রীয় সমাজ ব্যবস্থায় হরিনাম সংকীর্তনই একমাত্র উপায় যার মধ্য দিয়ে ধনী-গরিব সব অংশের মানুষ একে অপরের বাড়িতে পদধূলি দিতে বাধ্য হন। তবে, আধুনিকতার ছোঁয়ায় গ্রাম ত্রিপুরার এই উৎসব আর কতদিন ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হতে বা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশ দানা বাঁধছে। বিজ্ঞানের যুগেও ঈশ্বরের নামে লুট কীর্তনের ঐতিহ্য বহাল রয়েছে। পূর্ব পুরুষ থেকে চলে আসা এই রীতি বর্তমানেও বহাল। এটা দীর্ঘ বছরের গ্রামীণ ঐতিহ্য। গ্রামীণ এলাকার মানুষজনরা কীর্তনের এই ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। বিজ্ঞান যুগের শহর এবং শহরতলি এলাকাগুলিতে এই রীতি প্রত্যক্ষ করা গেলেও অনেকটাই কম। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে তেলিয়ামুড়া শহরের লাগোয়া গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বুধবার দুপুরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল এমনই এক চিত্র। গ্রামীণ এলাকার মানুষজনরা একসাথে দল বেঁধে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কৃষ্ণ নাম করতে করতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে ঈশ্বরের লুটকীর্তন নিয়ে। এটা গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ৮ থেকে ৮০ সবারই আনন্দের এক ইমেজ।

এদিকে, পৌষ সংক্রান্তি বাঙালির সংস্কৃতির একটি অংশ হলেও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় মকর সংক্রান্তি। এটি সাধারণ জানুয়ারি মাসের ১৪ অথবা ১৫ তারিখ এবং পৌষ মাসের শেষদিনে হয়ে থাকে। এই দিনটিকে গ্রামের মানুষ একট ভিন্নভাবে পালন করেন আনন্দ উৎসবের সঙ্গে। এই পৌষ সংক্রান্তিকে উদ্‌যাপন করতে উদয়পুর মহকুমার মাতারবাড়ি ব্লকের চন্দ্রপুর এলাকায় পৌষ সংক্রান্তির ভোরবেলায় গ্রামে গ্রামে হারমোনিয়া ঢোল জুরি কাস ইত্যাদি বাজিয়ে কীর্তন করে আনন্দ উপভোগ করে গ্রামের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে। মকর সংক্রান্তিতে হরিনাম সংকীর্তন অন্যতম আকর্ষণ। হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি হরির লুটও দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি

কলকাতা,১৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। ফের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক ব্যাঙ্ক কর্মীদেরও বেতন বৃদ্ধি সহ নানান দাবিতে জানুয়ারি,ফেব্রুয়ারিতে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকবে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। পাশাপাশি মার্চ মাসেও বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস,সপ্তাহে ৫ দিন কাজ নতুন পেনশন স্কিম বাতিল, ২০ শতাংশ বেতনবৃদ্ধি,পেনশন বাড়ানো, পারিবারিক পেনশন বাড়ানো,কাজের নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২২ জানুয়ারি ফাঁসি হচ্ছে না নির্ভয়া কাণ্ডের ৪ দোষীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.)।। নির্ভয়া কাণ্ডে চার দোষীর ফাঁসি হচ্ছে না ২২ জানুয়ারি। এমনই রায় ঘোষণা করল দিল্লি হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অন্তত ১৪ দিন সময় দিতে হয় অপরাধীদের। সেই নিয়মেই ২২ জানুয়ারি দোষী চার জনকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না বলে জানাল দিল্লি হাইকোর্ট। নির্ভয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূ ধর্ষিতা, থানায় মামলা, গ্রেফতার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়পুর সীমান্ত এলাকায় এক গৃহবধূ ধর্ষিতা হয়েছেন। এ ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় অভিযুক্তের নামধাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শহর সংলগ্ন জয়পুর সীমান্ত এলাকায় এক গৃহবধূকে স্বামীর বন্ধু সেজে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করেছে। জানা যায়, সমীর দেবনাথ এক গাড়ি চালক মহিলার স্বামীকে গাড়ির চাবি হাতে তুলে দিয়ে গাড়িটি চালিয়ে আসতে বলে। সেই সুযোগে তারই ঘরে ঢুকে তার স্ত্রীকে মুখে চাপা দিয়ে ধর্ষণ করে। তার স্বামী ফিরে এসে সমীরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলা গৃহীত হয়েছে। জানা যায়, অভিযুক্ত শাসক দলের আশ্রিত। সে কারণেই ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য একটি মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পুলিশের উপরও প্রভাব খাটানো হচ্ছে অভিযুক্ত। সে কারণে পুলিশও এখনও পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করেনি। ধর্ষিতা মহিলা জানান, মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য প্রতিনিয়ত তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার মা-বাবাকেও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। ধর্ষিতা মহিলা ও তার স্বামী এ ব্যাপারে অনড় রয়েছেন। তারা অভিযুক্তের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। অপরদিকে একাংশ শাসক দলের নেতা মাতব্বররা টাকার বিনিময়ে ঘটনার মীমাংসা করে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ। জয়পুর সীমান্ত এলাকায় ঘরে ঢুকে মহিলাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘিরে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

জয় দত্ত হত্যাকান্ডেদুই অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি ।। নেতাজি চৌমুহনির জয় দত্ত হত্যাকাণ্ডে পুলিশ অভিযুক্ত অপর দু'জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তারা হল ঋতুরাজ দেব ও চয়ন ঘোষ। দু'জনকেই বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত থেকে তিনদিনের পুলিশ রিমাণ্ডের আবেদনও জানিয়েছে পুলিশ। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার নেতাজি চৌমুহনির জয় দত্ত নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে তারই কয়েকজন বন্ধু তুলে নিয়ে হত্যা করেছিল। নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন পর কলেজ লেইক থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। এব্যাপারে জয় দত্তের বাবা থানায় চারজনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি নির্বাচিত হলেন ডা. মানিক সাহা। বুধবার দলের কেন্দ্রীয় নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের ক্যাবিনেটমন্ত্রী ড় মহেন্দ্র সিং, ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণ এবং বিদ্যমান প্রদেশ সভাপতি বিপ্লবকুমার দেবদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী তথা বিজেপি-র সাংগঠনিক নির্বাচনের বিশেষ পর্যবেক্ষক গজেন্দ্রসিং শেখায়াত নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করেছেন। এদিনই বিদায়ী সভাপতি বিপ্লবকুমার দেব নবাগত ডা. সাহাকে সমস্ত দায়িত্ব সমঝে দিয়েছেন। গজেন্দ্রসিং দলের সমস্ত কার্যকর্তাকে নয়া সভাপতির পাশে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরায় বিজেপির

সংগঠনকে আরও মজবুত করার অঙ্গীকার নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। দায়িত্ব নিয়ে নতুন প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরায় দলের সংগঠন আরো শক্তিশালি করার জন্য সর্বোত চেষ্টা করবেন। কারণ, রাজ্যে ৬০টি বিধানসভা আসনেই পদ্মফুল ফুটাতে বিদায়ী সভাপতির প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন নবাগত।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজেপি-র সাগঠনিক নির্বাচনের বিশেষ পর্যবেক্ষক গজেন্দ্রসিং শেখায়াত বলেন, ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি নির্বাচনে একটি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডা. মানিক সাহা দলের প্রদেশ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ডা. সাহাকে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ত্রিপুরায় প্রদেশ বিজেপি সভাপতির দায়িত্ব চার বছর সামলেছেন বিপ্লব দেব। তাঁর নেতৃত্বেই রাজ্যে ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসান হয়ে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শকে পাথেয় করেই আমরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৯৮ ◻ ১৬ জানুয়ারি ২০২০ইং ◻ ১ মাঘ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সংকটের মুখে দেশ

ভয়ঙ্কর সংবাদ। স্টেট ব্যাংক ইন্ডিয়ার সদ্য প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালে প্রায় ষোল লক্ষ মানুষ কাজ হারাইতে পারেন। অসম ও রাজস্থানের হাল সব চাইতে খারাপ হইবে বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ। এই রিপোর্ট ঘিরিয়া আবার জোর সমালোচনার মুখে কেন্দ্রীয় সরকার। ইপিএফের তথ্য অনুযায়ী গত আর্থিক বছরে দেশে ৮৯.৭ লক্ষ নতুন চাকুরী হইয়াছে। কিন্তু এবছর অর্থাৎ ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে তাহা কমিয়া যাইবে ১৫.৮ লক্ষে। ২০১৯ এ এপ্রিল হইতে অক্টোবরের মধ্যে ৪৩.১ লক্ষ নতুন চাকুরী তৈরী হইয়াছে। এবছরের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৭৩.৯ লক্ষ নতুন চাকুরী তৈরীর সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাহা গত অর্থবর্ষের তুলনায় ১৬ লক্ষ কম। কেন্দ্রে মোদি সরকারের দ্বিতীয়বারের পর হইতেই আর্থিক বৃদ্ধির হার কমিতেছে। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নগামী; চাকুরী নাই, বেকারত্ব গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। আর্থিক বৃদ্ধির হার তলানীতে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

চারিদিকেই এক অচলাবস্থা কায়েম হইয়াছে। সরকারকে অবশ্যই টেলিকম শিল্পের উদ্বেগের বিষয়গুলিতে চিহ্নিত করার দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। গত অর্থবছর হইতেই এই শিল্পকে ক্রমাগত অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখোমুখি দেখা গিয়াছে। দেশের অবিক্রিত ফ্ল্যাটের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। একাধিক ব্যাঙ্কে জালিয়াতির ঘটনা ক্রমশ এই ক্ষেত্রের প্রতি মানুষের অনাস্থার কারণ হইতেছে। আসলে দেশ জুড়িয়া এই অর্থনৈতিক সংকট কাটাইয়া উঠিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তেমন কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে দেখা যাইতেছে না। আজ দেশ এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। এক দিকে অর্থনৈতিক মন্দা, ১৬ লক্ষ মানুষের কাজ হারানোর আশংকা জনমনে গভীর উদ্বেগ বাড়াইয়াই চলিয়াছে। এনআরসি ও সিএএ নিয়া গোটা দেশে অস্থিরতা আছে। আছে কাশ্মীরের অস্থিরতা। এইসব অস্থিরতার মাঝেও বিরোধী শক্তিও ছিন্নভিন্ন। প্রতিবাদের মঞ্চ তাই দূর্বলতা ছাড়িতেছে না। দেশের আর্থিক মন্দাভাব থাকিলে বিজেপির তহবিল স্ফীত হইয়াই চলিয়াছে। সব রাজনৈতিক দলকে ছাপাইয়া গিয়াছে দলের তহবিল। এখনই সরকার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করিবার সময় আসে নাই। ২০১৪'র সাধারণ নির্বাচনের আগেই নরেন্দ্র মোদি খুব সফলভাবেই দেশের রাজনীতিকে নিজের মতো গড়িয়া ভারতের মতো একটি বহু দলীয় গণতন্ত্রের নির্বাচনকে কায়দায় দুই ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। এই গভীরতর আর্থিক দূরবস্থার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার উপর কি? আশা করা যায় বাজেটে জনমোহিনী তোষণ ব্যক্তিগত আয়করের হারে ছাড় ইত্যাদি বাড়িবে।এই পরিস্থিতিতে কেউ আত্মতুষ্ট হইতে পারে না। শাসক দল নিঃসন্দেহে আরও অবদমন বাড়িবে। মোদি ও শাহ তাহাদের বিরোধীদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' অর্থাৎ বিভেদ নীতি অনুসরণ করিয়া যাইবে। যাহা পরাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রভুরা সফলভাবে ব্যবহার করিয়াছিল। সময় আসিয়া গিয়াছে, এই মুহূর্তে ভারতের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে এক জোট হইতে হইবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ত শেষ হইত না এবং হিটলার হয়তো কখনওই পরাজিত হইত না, যদি না স্তালিন, রুজভেল্ট এবং চার্চিল একজোট না হইতেন। এইভাবে, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী এবং ইন্দিরা গান্ধীকে পরিত্যাগ করিয়া আসা নেতাদেরও একজোট করিতে একজন জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

একথা হয়ত অস্বীকার করা যাইবে না যে বিজেপির যে জয়যাত্রা কিছুটা থমকিয়া গিয়াছে। বিরোধীরা অনৈক্যের মাঝে থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি ধাক্কা খাইতেছে। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও অতি সম্প্রতি ঝাড়খন্ডে বিজেপি জোর ধাক্কা খাইয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক সংকট যদি বাড়িতে থাকে, বেকার সমস্যা যদি তীব্রতর হয় সেখানে তাহার প্রতিক্রিয়া আটকানো যাইবে না। এই সত্যিকে স্বীকার করিয়া সতর্ক পদক্ষেপই হয়তো বিজেপিকে কিছুটা রক্ষা করিতে পারে।

নাগরিকত্ব আইন নিয়ে প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে দেবশ্রী চৌধুরি

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): রায়গঞ্জে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়ে এলাকা ছাড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরি। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী তথা রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরি। সেই বিক্ষোভের আঁচ এতটাই তীব্র ছিল যে শেষমেষ প্রচার বাদ দিয়েই ফিরে চলে যেতে হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। বুধবার এই ঘটনা ঘটে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের ইন্দিরা কলোনিতে। এই ঘটনা সম্পূর্ণ বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন দেবশ্রী চৌধুরি। তাঁর দাবি, নাগরিকত্ব আইন মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছেন।

নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের জন্য দলের নেতা,কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।শীর্ষ নেতৃত্বের সেই নির্দেশকে কার্যকর করার লক্ষ্যে বিজেপির সাংসদ দেবশ্রী বুধবার রায়গঞ্জ শহরের ইন্দিরা কলোনিতে যান। সেখানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে লিফলেট হাতে প্রচারে নামেন। এনআরসি ও সিএএ আতঙ্কে বেশ কয়েকদিন ধরে রায়গঞ্জের সাধারণ মানুষ তাঁদের আধার কার্ড সংশোধন থেকে শুরু করে কাগজপত্র নিয়ে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। রাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আধার কার্ড সংশোধনের কাজ নিয়ে জেরবার হচ্ছেন মানুষ। এরইমধ্যে বুধবার রায়গঞ্জ শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা কলোনিতে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে দেবশ্রীর প্রচার যেন আগুনে ঘি ঢালার কাজ করে। এলাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পৌঁছতেই এলাকার সাধারণ মানুষ তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। 'গো ব্যাক' স্লোগান ওঠে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ সামাল দিতে ব্যর্থ হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তাঁর দলীয় নেতা কর্মীরা। শেষপর্যন্ত পিছু হটেন দেবশ্রী চৌধুরি।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, জয়ী হওয়ার পর এই প্রথম মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীকে দেখা গেছে। যে সব প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তার একটিও পূরণ করেননি। এছাড়াও নাগরিকত্ব আইনও তাঁরা মানবেন না বলে জানিয়েছেন। তাই আজকের বিক্ষোভ। যদিও কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী তথা রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরি বলেন, 'আজকের এই ঘটনা বিরোধীদের চক্রান্ত। তবে আমি সিএএ নিয়ে প্রচার করেছি এবং সাধারণ মানুষকেও বিষয়টি বুঝিয়েছি।'

কুমারগঞ্জ গণধর্ষণ কান্ডে তিন অভিযুক্তের জেল হেফাজতের নির্দেশ

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : জেল হেফাজত হল দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ গণধর্ষণ কান্ডের তিন অভিযুক্তের। গত ৫ তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে পুরিয়ে মারার ঘটনা ঘটে। ৬ তারিখ নাবালিকার অর্ধদগ্ধ ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সেদিন রাতেই কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পরদিন অভিযুক্তদের বালুঘাট আদালতে তুলে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেয় কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। ১৬ তারিখে বালুরঘাট আদালতে তাদের তোলার কথা থাকলেও একদিন আগেই বুধবার বিকেলে তাদের বালুরঘাট আদালতে আনা হয়। এদিন বালুঘাট অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত(ফাস্ট কোর্টে) অভিযুক্ত তিনজনকে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী জানান, এদিন বিচারক দুলাল কর ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ১৭ তারিখ তাদের আবার আদালতে তোলা হবে। পাশাপাশি অভিযুক্তদের পক্ষে কোন আইনজীবী না দাঁড়ানোই এদিন বিচারক তাদের পক্ষে জেলা আইনি পরিসেবা থেকে আইনজীবী নিয়োগের নির্দেশও দেন।

দিল্লি পুলিশের তদন্ত নিয়ে সংশয়

সৌম্য বন্দোপাধ্যায়

তদন্তে কী বেরবে বলতে পারব না। কোননা, দিল্লির পুলিশ যাদের আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তাদেরই প্রশ্রয়প্রাপ্ত ছাত্র সংগঠনের হামলাবাজ পান্ডাদের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নেবে—তা বিশ্বাস করতে ভরসা পাই না। অস্থাহীনতা আরও প্রবল হয়, যখন দেখি, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) পা ছমছমে ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা পর পুলিশ প্রথমেই আক্রান্ত ও আহত ঐশীর বিরুদ্ধে দু' দু'টি অভিযোগ দাখিল করে তাদের 'পেশাগত নিরপেক্ষতা'-র প্রমাণ রাখল। বরং অনুমান করতে পারি, তদন্ত শেষে 'টুকবে টুকবে গ্যাং'-কেই কাঠগড়ায় তুলবে। এই হামলা যে 'দেশদ্রোহী' দের সবক শেখাতে 'দেশপ্রেম'-এর অগামার্কা উদাহরণ।

এতটা নিশ্চিতভাবে এ কথাটা বলতে পারলাম উত্তরপ্রদেশের পুলিশের উদাহরণগুলো জ্বলজ্বল করছে বলে। নাগরিকত্ব নিয়ে বিক্ষোভ দমাতে 'মিনি ইন্ডিয়া'য় ১২টি জেলা-শহরে পুলিশ যে কাণ্ডগুলো করেও পার পেয়ে গেল, আদিত্যনাথের সরকার পুলিশের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যেভাবে তাদের অপকীর্তির গায়ে দেশপ্রেমের তকমা লাগাল, এতগুলো লোক মারা যাওয়ার পরও যেভাবে বলা হচ্ছে--- পুলিশ একটাও গুলি ছোড়েনি এবং প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মৌনব্রত অবলম্বন, তাতে জেএনইউয়ের তদন্ত নিয়ে আদৌ আশাবাদী হতে পারছি না।

তাছাড়া আরও একটা করাণ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তো সেই কবে জেএনইউয়ের অবাধ্যদের 'টুকরে টুকরে গ্যাং' ও 'আরবান নকশাল' বলে দাগিয়ে রেখেছেন। এদের হয়ে যারা আবার একটু আধটু গলা ফাটান, প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় তাঁরা 'খানা মার্কেট গ্যাং'। লুটেন্স দিল্লি ও টেলিভিশন স্টুডিওর বাইরে তাদের নাকি কোনও নম্বর নেই। এসব অর্বাচীন'-কে টিচ করাটা যে তাঁদের পবিত্র কর্তব্য, কারণ সেটাই 'প্রকৃত' দেশপ্রেম, বারবার তাঁরা তা মনে করিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো পার্লামেন্টেই সেই হুমকি শুনিয়ে রেখেছেন।

যেদিন সন্ধ্যা রাতে জেএনইউয়ে এই হামলাটা হল, সেদিন সকালেই দিল্লিতে দলীয় কর্মীদের সভায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ তাঁর ভাষণে জানতে চেয়েছিলেন, 'টুকরে টুকরে গ্যাং'কে জেলে ঢুকিয়ে ঠিক করেছেন কি না। ঠিক তার পরের দিন ওই জেএনইউয়েরই প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বেশ গর্বের সঙ্গে বলেন, তাঁর সময়ে 'টুকরে টুকরে গ্যাং'য়ের অস্তিত্ব চিল না। এগুলো কাকতালীয় কি? জানি না। তবে জেএনইউয়ের ছাত্র সংগঠন অথবা যে কোনও বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে এই যাঁদের মনোভাব, তাঁদের কাছ থেকে আইনের শাসন বা 'রুল অবল' আশা কার বৃথা

শাসক দল দেশের রাজনীতির 'ন্যারেটিভ' যেভাবে সাজিয়েছে, তাতে জেএনইউ কিন্তু পুরোপুরি 'খাপে খাপ শিবাজির তরোয়াল'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধি নিয়ে অসন্তোষ ও অশান্তি চলছে প্রায় আড়াই মাস। সেই বিক্ষোভে বাতাস দিয়েছে নাগরিকত্ব-কেন্দ্রিক সাম্প্রতিক সরকারি আইন ও সিদ্ধান্ত। উপাচার্যকে সমর্থন করছে সরকার। ছাত্রদের সঙ্গে উপাচার্যর বিন্দুমাত্র বনিবনা নেই। বালাকোটের প্রমাণ চাওয়া কংগ্রেসের গায়ে সেঁটে গেল পাকিস্তানি দালালের পোস্টার। সেই পোস্টার একটু অন্যভাবে ফের ফিরে এল কাশ্মীরের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের সময়। যারা সাংবিধানিক বৈধতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল, তারা সবাই হয়ে গেল পাকিস্তানের বন্ধুও দেশের শত্রু। এরপ এলু এনআরসি। অসম উত্তাল হয়ে উঠতে সামান্য একটু দিকবদল ঘটানো হল। নিয়ে আসা হল সিএএ। এবং জানিয়ে দেওয়া হল, এনআরসি -ও এখনই বলা যাচ্ছে না। বালাকোট থেকে শিক্ষা নিয়ে বিরোধীরা এবার অতি সতর্ক। বিষয়টিকে তারা হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করতে রাজি নয়। বিক্ষোভকারীদেরহাতে হাতে তাই সংবিধান ও জাতীয় পতাকা। শাসক দল আবার ওই আবর্তেই সবাইকে টেনে আনতে আগ্রহী। সেই কারণে পাকিস্তানে নানাকানা সাহিব গুরুদ্বারে হামলার পর অতি উৎসাহী বিজেপির কেউ কেউ সংশোধিক নাগরিকত্ব আইনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর আলোচিত হয়েছে। সমালোচনার করছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরোঁ, জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মের্কেল। আন্তর্জাতিক সমর্থন ভারত যা পাচ্ছে তা, স্বৈরতন্ত্রী ও উগ্র দক্ষিণপন্থী কিছু রাষ্ট্রে। মেনন স্পষ্ট করেই বলেন, "সবচেয়ে দুঃখের কথা, ভারত আজ নিজেকে পাকিস্তানের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দিয়েছে। বহির্বিশ্ব এখন মনে করছে। পাকিস্তানের মতো ভারতও একটা 'ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র' হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের মতোই ধর্মীয় অসহিষ্ণু। এই উপমহাদেশে আদর্শ দেশ হিসাবে ভারতের যে অধিষ্ঠান ছিল, যে উদাহরণ ছিল, তা হারাতে চলেছে।"

শিবশঙ্কর মেননের মতোই ওই অনুষ্ঠানে যাঁরা ভারতের এই ভোলবদলে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন, সেই দেব মুখোপাধ্যায়, নভশরণ সিং, হর্ষ মান্দার, নীরজা জায়াল, নীতিন দেশাই, গৌতম ভাটিয়া, নাদিব জঙ্গ বা জোয়া হাসানরা শাসক দলের নেতাদের চোখে কেউ 'টুকরে টুকরে গ্যাং', কেউ 'খান মার্কেট গ্যাং', কেউ বা 'আরবান নকশাল'। এবং কেউই 'দেশপ্রেমিক" নন।

একাটা সংশয়ের কথা জানিয়ে রাখি। বিশ্বের প্রধান প্রধান মুসলিম দেশকে ভারত বুঝিয়েছে, সিএএ বা এনআরসি কোনওটাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। কেউ কেউ ভারতকে ভরসা করতে চাইছে, কেউ কেউ নয়। বিদেশমন্ত্রকে সংশয়টা এসেছে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে নানকানা সাহিবে আচমকা হামলার পরের দিন পেশোয়ারে এক শিখ যুবক খুন হন। আশঙ্কা, পাকিস্তানের ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা শিখ ও হিন্দু সহ অবশিষ্ট সংখ্যালঘুদের ভারতে তাড়াতে উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারে। একই আশঙ্কা বাংলাদেশেরও। বিভিন্ন কূটনৈতিক সূত্র সাউথ ব্লককে এ বিষয়ে সজাগও করেছে। কিন্তু ভারত কি সচকিত হবে? তাহলে যে রাজনৈতিক ন্যারেটিভ বদল করতে হয়?

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সাম্প্রতিক একটি মন্তব্য ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর টনক নড়ানোর জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি ছিল, 'ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে, করুক গে'। বিস্ময়ের এই যে, ভারতের 'প্রকৃত' বন্ধু বাংলাদেশের ধারণা যদি এমন হয়, তাহলে শত্রুরা কী ভাববে? যে ন্যারেটিভ অনেক ভাবনাচিন্তার ফসল তা থেকে সরে আসার কোনও লক্ষণ শাসক দল এখনও দেখায়নি। দেখাবে বলেও মনে হয় না। কারণ যুদ্ধের পরীক্ষাটা তারা গভীরভাবে খুঁড়ে ফেলেছে। একদিকে দেশপ্রেমিক কুল অন্যদিক দেশদ্রোহীরা। জেএনইউয়ে যাদের মোক্ষম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তারা পরীক্ষার অন্যদিকে বাসিন্দা। কী লাভ দিল্লি পুলিশের তদন্তে ভরসা রেখে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'টানা দশবার 'গীতা'-র উচ্চারণ 'ত্যাগ' চেনায়

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ন্যাসীরা যখন সন্ন্যাস নেন, তাঁদের নিজেদের শ্রাদ্ধাকার্য সম্পন্ন করতে হয়, তাঁর হোম যজ্ঞ হয়। কেন? কারণ, শ্রাদ্ধা মানে অগ্নি। অর্থাৎ, আগুনে নিজেকে সমর্পণ করা। সেই সমর্পণের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ভেতরে যা কিছু নেতিবাচক, খারাপ, যা কিছু খাদ---তা পুড়িয়ে, নিখাদ এক নবজন্মের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর পুনর্জন্ম হয়। পবিত্র সেই আগুনের রং 'গৈরিক' বা 'গেরুয়া'। শ্রাদ্ধের এই ক্রিয়াকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শ্রাদ্ধাকর্ম অর্থাৎ আহুতি, অর্থাৎ ত্যাগ। অন্যটি, মানুষের সেবা। 'গেরুয়া' তাই ত্যাগ ও সেবার প্রতীক।

কিন্তু কী করে 'সেবা'?

না, নিজের 'অহম'-কে ত্যাগ করে অন্যের জন্য জীবনকে উৎসর্গ।অদ্বৈতবাদে তা স্পষ্ট হয়। 'আমি'-'তুমি' বলে কোনও তফাৎ নেই। আমরা প্রত্যেক একই উপাদানের শরিক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমি'-র ক্ষুদ্র আমি'-কে পরিহার করো, মেরে ফেলো। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-তে তাঁর সেই অপূর্ব উপমা মনে পড়ছে---গরু তার জীবৎকালে 'হাম্ব, হাম্বা' স্বরে ডাকে, সেই ডাক শুনলে মনে হবে যেন সেখানে 'আমি, আমি' স্বর। কিন্তু মৃত্যুর পর গরুর চামড়া দিয়ে বানানো তার, যা ধুনুরি তুলো ধোনার যন্ত্রে ব্যবহার করে, সেই টংকারের শব্দে মেলে 'তুং, তুং, তুঁহু' ধ্বনি। এই 'আমি ' থেকে 'তুমি'-তে অভিগমনই আত্মার যাত্রা। যার গূঢ়ার্থই ওই 'তত্ত্বমসি'-, অর্থাৎ তুমি-ই সে। আদি অকৃত্রিম, ব্রহ্ম। কিন্তু কে এই ক্ষুদ্র আমি'? কোন গুণ এই 'ক্ষুদ্র'-র মধ্যে বিরাজ করে যাকে পরিহার করতে হবে?

কামনা কার্মফলের আশা। কর্মের দরুনই ভাবনা চিন্তা অশান্তি, কারণ সেই কর্মের মধ্যে রয়েছে কর্মফলের উদ্বেগ, বাসনার অভিলাষ। তাই এমন কর্ম করো, যা হবে নিষ্কাম। কামনাকে যখন তুমি ত্যাগ করছ, তখন তুমি মুক্ত মানুষ। এই কামনাই 'ক্ষুদ্র আমি'। 'অহম'। সেই অহমকে সমর্পণ করে বৃহত্তর আমি-কে সাড়া দাও। 'আত্মন' থেকে 'ব্রহ্মন'-এর দিকে। দুঃস্থ পীড়িতদের সহায় হও।

এই থেকেই আসছে সেবার ধারণা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ত্যাগ অর্থাৎ অনাসক্তি। নিজের জন্য কিছু নয়, সম্পূর্ণত উৎসার্গীকৃত নরনারায়ণ সেবায়। নরনায়ারণ অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই নারায়ণের অবস্থান। তারই আরেক রূপ 'শিব জ্ঞানে জীবন সেবা'। সেসব মানুষ তারাই, যারা পীড়িত হতদরিদ্র, ক্ষুধার্ত। স্বামীজী লিখেছিলেন, ('If you want to find God, serve man, To reach Narayana, you must serve the Daridra Narayana-the starving millions of India.....) স্বামীজী বলতেন, তাদের সেবা করার মধ্য দিয়েই শিবের প্রকৃত উপাসনা। দেওয়ালে টাঙানো শিবের প্রতিচ্ছবি উপাসনা এক

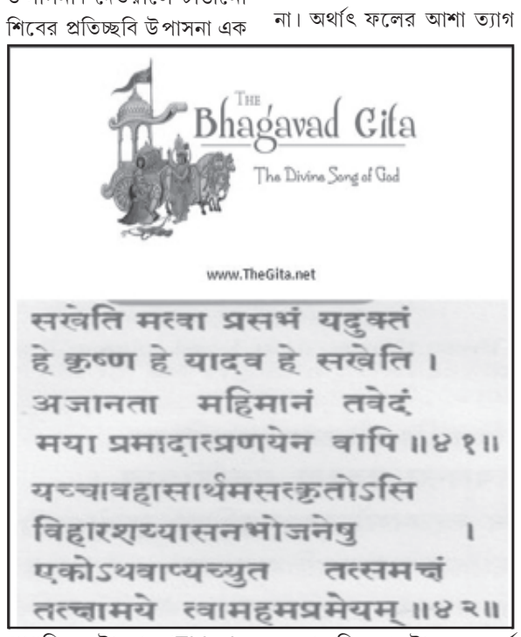

প্রাথমিক ঘটা মাত্র 'This is the gist of all worship -to be pure and to do good to others. He who sees Shiva in the poor, in the weak and in the diseased, really worshipa Shiva, and if he sees Shiva only in image, his worship is but preliminary.

তাই ত্যাগ, তিতিক্ষার বাণীই রয়েছে 'গীতা' উচ্চারণ করে, সে 'ত্যাগ' খুঁজে পায়। 'গীতা' টানা উচ্চারণ করতে করতে দেখো, তার উচ্চারণ ছন্দবৃত্তে 'ত্যাগী'-র দিকে ধাবিত হয়। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। ফলের আশার করো না। অর্থাৎ ফলের আশা ত্যাগ করো। কিন্তু একটা সময় কর্ম ও যে এখজন ব্যক্তিমানুষের কাছে বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, মায়ায় রূপান্তরিত হয়। কর্মের মধ্যেই জুড়ে থাকে কর্মচিন্তা।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলি। স্বামীজি তখন জীবনের উপান্তে। একদিন, ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির ঘরে এসেছেন ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর সম্মতি নিতে। ঘরের মধ্যে চুপচাপ অন্যমনে স্বামীজি বসে রয়েছেন দেখে, নিবেদিতা কিছু না বলেফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় স্বামীজি তাঁকে ডেকে বললেন--- তুকি কি কিছু বলতে এসেছে? না মানে, আপনার সম্মতি নিতে এসেছিলাম স্কুল তৈরির ব্যাপারে। তাঁরপর স্বামীজি যা বলেছিলেন, তা আশ্চর্যান্বিত করে। ধরাধামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী বলছেন--- তোমার যেটা ভালমনে হয় তুমি করো, আমি কর্ম থেকে নিজেক মুক্ত করেছি, গুটিয়ে নিয়েছি।

ঘটনাচক্রে ১৮৯৮-এর ১৩ নভেম্বর সেই স্কুল শুরু হল শ্রীমা সারাদা এবং স্বামী বিবেকানন্দর উপস্থিতিতে ও আশীর্বাদে। আর ১৯০২-এ তা হয়ে উঠল রেগুলার স্কুল। আর সেই বছরই স্বামীজির দেহান্তের বছর। কর্ম মানেই কর্মের বন্ধন, তাই নিষ্কাম কর্মের মাহাত্ম্য স্বামাজির এই প্রথাপ্রসঙ্গ ও ঘটমানতার মধ্য দিয়ে অনুভূত হয়।

কর্মের মানুষের পরিচয়। তার মানে, 'ত্যাগী' মানেই কি সন্ন্যাস? আত্মউৎসর্জনের আড়ম্বরহীন আড়ম্বর? স্বামীজি এ প্রসঙ্গেও আলোক পাত করেছিলেন। অত্ম্যাত্যাগ ও সেবা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন আত্মচরিতার্থতা নয়, আত্মত্যাগই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোত্তম নীতি। ধর্মের মধ্যেই রয়েছে গভীর আত্মত্যাগের স্বরূপ। নিজের জন্য কিছুটি চেয়ো না, করো অন্য সকলের জন্য। এভাবেই তোমার ঈশ্বরপ্রাপ্তি, তোমার মুক্তি।

এই বিষয়কে আরও খোলসা করেছিলেন মহৎ এক ত্যাগ অব্যাসা, আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। লিখেছিলেন, ত্যাগের আউন্স পরিমাণ অভ্যাস, টনখানেক 'ত্যাগী', অর্থাৎ, ধর্মের প্রচারের উল্লেখের চেয়ে বহু বহু গুণে শক্তিশালী।

বর্তমান সময়ে এই ধর্মপ্রচার, এই 'প্রিচিং' একটি পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে, 'ত্যাগী' হওয়া এখন জাবিকা সম-যা অজানা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি মানবাজাতির অগ্রগতি নেই? পৃথিবী কি কিছুমাত্র থেমেছে?

না , থামেনি। কারণ, আত্ম বলিদানও আত্ম-ত্যাগের মানুষ ঠিক নীরবে তার কাজ করে যাচ্ছে, মনের ভেতর ত্যাগের গেরুয়া অনল তার সদাজাগ্রত, সেই আগুন তার অংশ, কোনও প্রতীকী নয়, পরিধান নয়। সেরকম মানুষ। সেরকম সন্ন্যাসী ঠিক কাজ করে যাচ্ছেই। এবং, এমন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত সর্বকালেই থাকবে। থেকে যাবে।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

পাওয়া-না পাওয়ার হিসাব কখনো মেলাই না: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৫।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কী পেলাম, কী পেলাম না, সেই হিসাব আমি কখনো মেলাই না। আমার চিন্তা একটাই দেশের জন্য কতটুকু করতে পারলাম, মানুষকে কী দিতে পারলাম।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিরোধীদলের সংসদ সদস্য (এমপি) ফখরুল ইমামের সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এর আগে বিকেলে স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। শেখ হাসিনা বলেন, যে মানুষগুলোর জন্য আমার পিতা জীবন দিয়ে গেছেন, সেই মানুষগুলোর জন্য কতটুকু করতে পেরেছি, আমি শুধু সেই হিসাবটুকু দেখি। এখানে আমার আমিত্ব বলে কিছু নেই। আমার কোনো চিন্তাও নেই। আমি চিন্তা করিও না। সেই ছোটবেলায় আমি যেভাবে আপনজন হারিয়েছি। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বড় হতে হয়েছে। বারবার পিতাকে জেলে যেতে দেখেছি। কখনো জেলে, কখনো ঘরে। মা সারাক্ষণ ব্যস্ত। স্কুল-কলেজে পড়তে গিয়ে বাধার সম্মুখীন। একটা কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে গেলে সেই দেশের সরকার যদি বাধা দেয়, তাহলে আমরা কিসের মধ্য দিয়ে চলেছি, সেটা হয়তো অনেকেই চিন্তাও করতে পারবেন না।আজ বিশ্বের অনেকের সঙ্গে আমায় যখন তুলনা করা হয়, কিন্তু তাদের এত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বারবার মৃত্যুকে সম্মুখ থেকে দেখেছি। কিন্তু কখনো পিছিয়ে যাইনি। চলার পথে যত বাধা এসেছে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। সামনে একটাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখে। এই বাংলাদেশকে, যে বাংলাদেশকে আমার বাবা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। সেই বাংলাদেশকে স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে হবে। বাংলাদেশের যে মানুষগুলো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, একবেলা খেতে পারে না, চিকিৎসা পায় না, শিক্ষা পায় না, তাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে হবে। তাদের জীবনকে উন্নত করতে হবে। তাদের জীবনটাকে সুন্দরভাবে গড়তে হবে।শেখ হাসিনা বলেন, আমার বাবা যে স্বপ্নটাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। এর বেশি আর কোনো চিন্তা কিন্তু আমার নেই। আমি চলি- একটি আদর্শ, একটি স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবায়ন করবো তা নিয়ে। যে মানুষ একটি জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, তার স্বপ্ন যেন বৃথা না যায়। যে লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে গেছেন- এদেশের স্বাধীনতার জন্য। তাদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যারা জীবন দিয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন তাদের কষ্ট যেন বৃথা না যায়। বাংলাদেশ যেন সফল হয়। সারাবিশ্বে একটি মর্যাদা নিয়ে চলে। বাঙালি জাতি যেন বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলতে পারে- সেই প্রচেষ্টাটা করে যাওয়া আমার একমাত্র লক্ষ্য।

শহীদুজ্জামান সরকারের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য। দারিদ্র্য, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য স্কুলজীবন থেকেই সংগ্রাম শুরু করেন। তার ২৪ বছরের সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করে স্বাধীনতা পেয়েছি, একটি জাতি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছি। তার একটি স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাকে তিনি গড়ে তুলবেন। কিন্তু সেটা তিনি করে যেতে পারেননি। মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন, একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে যখন তাকে এই বাংলার মাটিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হল, তারপর থেকেই তার নামটা মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই নামটা বোধ হয় আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।তিনি বলেন, আপনারা জানেন- আমি এবং আমার ছোট বোন ছাড়া পরিবারের সব সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। জেলখানায় জাতীয় চারনেতাকে হত্যা করা হয়। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ বুঝি আর কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আর এই নামও আসবে না। কাজেই জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন তো অনেক দূরের কথা ছিল। কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি। কৃতজ্ঞতা জানাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে। তিনি আমাদের সেই শক্তিটা দিয়েছেন। সেই সুযোগটা দিয়েছেন। কাজেই আমি শুকরিয়া আদায় করি যে, বিদেশে ছয়বছর থাকার পর একবুক ভরা স্বজনহারার বেদনা নিয়ে বাংলার মাটিতে ফিরে এসেছিলাম।একটাই লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন, যে স্বপ্ন দেখেছেন বাংলাদেশের মানুষের সুন্দর জীবন দেওয়ার জন্য, সেই সুন্দর জীবন দেওয়াটাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জনগণের আস্থা, বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি। সরকার গঠন করে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমার সৌভাগ্য ২০২০ সালে ক্ষমতায় থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করার সুযোগ পেয়েছি। যে নামটা এক সময় বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। সেই নামটা আজ জনগণের মুখে মুখে বিশ্বব্যাপী ফিরে এসেছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর যে সম্মান বাঙালি জাতি পেয়েছিল। ১৯৭৫ সালেল ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে সেই সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। সেই জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী বাংলার মাটিতে উদযাপন করতে পারার চেয়ে বড় সৌভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না। শুধু জাতির পিতার কন্যা হিসেবে না, আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে দেশের জনগণ এই সৌভাগ্য ও সুযোগ দিয়েছে। এজন্য বাংলার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করে যেতে পারছি, সেটা কত বড় পাওয়া তা আমি ও আমার ছোটবোন শেখ রেহানা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না, যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে মুজিববর্ষ উদযাপন করবে ইউনেস্কো

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৫।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ২০২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের শিল্প, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করবে।

তিনি বলেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বাকস্বাধীনতা সমুন্নত রাখার অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতি হিসেবে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম রহমতুল্লাহর তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশ-বিদেশে গ্রহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, দ্বিবার্ষিক অ্যানিভার্সারি প্রোগ্রাম'র আওতায় ইউনেস্কো কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মের ৫০তম বা তদূর্ধ অর্থাৎ ১০০তম, ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করে। এই প্রোগ্রামের আওতায় ইউনেস্কো ২০২০-২০২১ সালের জন্য ৫৯টি অ্যানিভার্সারি উদযাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

শেখ হাসিনা বলেন, ইউনেস্কো কর্তৃক কোনো বিশেষ ঘটনা বা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মবার্ষিকী পালনের অন্যতম শর্ত হলো ইউনেস্কোর ম্যানেন্ডভুক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও বাকস্বাধীনতার সমুন্নতকরণে ওই ঘটনার বা ওই ব্যক্তির বিশেষ অবদান থাকা।

কোনো দেশ এ বিষয়ে আবেদন করলে পরে সাধারণ সভায় গৃহীত হলে তা ইউনেস্কো কর্তৃক উদযাপিত হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি আমার সম্মতিক্রমে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন প্রস্তাব উত্থাপন করে। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ইউনেস্কোর সঙ্গে যৌথভাবে উদযাপনের প্রস্তাবটি ইউনেস্কো সাধারণ সভার ৪০তম অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এরপর গত ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় ৪০তম অধিবেশনের প্রোগ্রাম এবং বাজেট সম্পর্কিত কমিশন কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। ২০১৯ সালের ২৫ নভেম্বর তারিখে প্লেনারি সেশনে তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ইউনেস্কো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ও ২০২০ সালে তার জন্মশতবার্ষিকী যৌথভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর অনন্য সাধারণ অবদান এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বিশেষ করে স্কুলজীবন থেকেই শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে বঙ্গবন্ধু সচেতনতা ও পরবর্তীতে শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিকাশে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি ভাষার অধিকারসহ বাঙালির সব অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে ইউনেস্কো বিশেষভাবে বিবেচনা করেছে।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুকে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয় বরং সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রতীক হিসেবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী হয়।

বাংলার জনগণের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবান্ধব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম ও উদ্যোগের স্বীকৃত হলো ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্ত।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কাজ করতে চায় বিশ্বব্যাংক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৫।। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন হলেও প্লাস্টিক-পলিথিন দূষণসহ সার্বিক পরিবেশ দূষণ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে। এ জন্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় বলে জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর (বাংলাদেশ-ভুটান) মার্সি টেম্বন।বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বৃক্ষরোপণসহ ইতিবাচক সব বিষয়ে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। এ সব বিষয়ে নতুন প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে প্রস্তুত।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মার্সি টেম্বন এসব কথা বলেন। এ সময় তারা বাস্তবায়নাধীন 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পসহ বিভিন্ন নতুন প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে বিশ্বব্যাংক সহযোগিতা দিতে আগ্রহ ব্যক্ত করায় পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিন তাকে ধন্যবাদ জানান। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বায়ু, শব্দ দূষণসহ সব প্রকার দূষণ রোধ ও অধিক পরিমাণে বৃক্ষরোপণে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকসহ অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা পেলে এ দেশে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরও জোরদার হবে। মন্ত্রী ভবিষ্যতে এ ধরনের পারস্পরিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব ড় এস. এম. মনজুরুল হান্নান ও মাহমুদ হাসান, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক শফিউল আলম চৌধুরী, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড় একেএম রফিক আহাম্মদ এবং বিশ্বব্যাংকের উর্ধতন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত পৌনে ৪ লাখ, ৫৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৫।। শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ (একিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন-এআরআই), ডায়রিয়া ও শীতজনিত বিভিন্ন রোগে গত আড়াই মাসে রাজধানীসহ সারাদেশে পৌনে চার লাখেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ৫৪ জন। এর মধ্যে এআরআইজনিত কারণে ২০ জন, ডায়রিয়ায় চারজন এবং শীতজনিত অন্যান্য রোগ যেমন- জন্ডিস, আমাশয়, চোখের প্রদাহ, চর্মরোগ ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার অ্যান্ড কন্টোল রুমের সহকারী পরিচালক ডা. আয়শা আক্তার এসব তথ্য জানান।তিনি জানান, গত ১ নভেম্বর থেকে কন্টোল রুমে এআরআই, ডায়রিয়া ও অন্যান্য রোগব্যাধি সম্পর্কে তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে। গত আড়াইমাসের মধ্যে নভেম্বরে এআরআইয়ে ২৫ হাজার ৯৩৭ জন, ডায়রিয়ায় ২২ হাজার ৪৫৯ জন ও অন্যান্য রোগে ১১ হাজার ৬৮৮ জন আক্রান্ত হন। একই সময়ে ২০ জন মারা যান। এর মধ্যে ১৫ জন এআরআইতে, দুইজন জন ডায়রিয়ায় এবং তিনজন অন্যান্য রোগে মারা যান।

ডিসেম্বর মাসে এআরআইয়ে ৬৬ হাজার ২৪২ জন, ডায়রিয়ায় ৫৩ হাজার ৬২০ জন ও অন্যান্য রোগে ২৬ হাজার ৭১২ জন আক্রান্ত হন। এ সময়ে চারজন মারা যান।

এ চারজনই এআরআইতে আক্রান্ত ছিলেন।এছাড়া চলতি ১-১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এআরআইতে ৫৬ হাজার ৫৭২ জন, ডায়রিয়ায় ৭৬ হাজার ১৫ জন এবং অন্যান্য রোগে ৩৮ হাজার ৫৬৩ জন আক্রান্ত হন। এ সময় ৩০ জনের মৃত্যু হয়।

মোট মৃতদের মধ্যে এআরআইতে ২৯ জন ও ডায়রিয়ায় একজন মারা যান।সবমিলিয়ে গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে আজ বুধবার পর্যন্ত শীতজনিত রোগে মোট ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮০৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে এআরআইতে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৭৫১ জন, ১ লাখ ৫২ হাজার ৯৪ জন এবং অন্যান্য রোগে ৭৬ হাজার ৯৬৩ জন।

স্ত্রী, বোন ও ভাগ্নিকে উপদেষ্টা বানালেন জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৫।। নিজ স্ত্রী শেরিফা কাদেরকে উপদেষ্টা বানালেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের। স্ত্রী ছাড়াও বোন ও ভাগ্নিকে উপদেষ্টা পদে জায়গা দিয়েছেন তিনি।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের প্রেস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সেক্রেটারি সুনীল শুভরায় স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাপা চেয়ারম্যান ২১ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করেছেন বলে জানানো হয়।বিজ্ঞপ্তিতে ৯ জন উপদেষ্টার নাম প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ৯ উপদেষ্টার প্রথম জন ঢাকার শেরিফা কাদের।

যিনি গোলাম মোহাম্মদ কাদেরের স্ত্রী। নীলফামারীর মেরিনা রহমান তার বোন এবং একই জেলার ড় মেহেজুবুন্নেসা রহমান ভাগ্নি বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাকি ছয় উপদেষ্টা হলেন- চট্টগ্রামের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ময়মনসিংহের ক্বারি মো. হাবিবুল্লাহ বেলালী, ঢাকার ড় মো. নুরুল আজহার শামীম, রংপুরের মো. হাসিবুল ইসলাম জয়, চাঁদপুরের মনিরুল ইসলাম মিলন এবং সিলেটের আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী।

উপদেষ্টাদের দায়িত্ব পরবর্তীতে বন্টন এবং নামের ক্রমানুসার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার সময় নির্ধারণ করা হবে।

জাতীয় পার্টির নবম জাতীয় কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এবং গঠনতন্ত্রের ধারা ১২-এর ৩ উপধারা মোতাবেক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

আ'লীগকে বিজয়ী করতে এবার ভোট চুরির নতুন অধ্যায় ইভিএম : রুহুল কুদ্দুস

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১৫।। বিএনপি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে এবার ভোট চুরির নতুন অধ্যায় ইভিএম পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। আর ইভিএম পদ্ধতিটা হচ্ছে একেবারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নীরবে-নিঃশব্দে ভোট চুরির ডিজিটাল একটি প্রকল্প। নির্বাচনের ফলাফল কী হবে সেটা নির্ভর করবে ইভিএমের প্রোগ্রামের ওপর। সরকারের সেই প্রকল্প বাস্তবায়নে ইসি কাজ করছে।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে নাটোর শহরের আলাইপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ে শহর বিএনপির আহবায়ক কমিটির পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তা আজ প্রমাণিত। তাই নতুন নিবার্চন কমিশন গঠন করে অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।শহর কেন্দ্রীক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শক্তিশালী শহর কমিটি গঠন করা হয়েছে উল্লেখ করে দুলু আরেও বলেন, বিএনপির সুদিন এখন খুব নিকটে। শক্তিশালী আন্দোলনের মাধ্যমে তা ফিরিয়ে আনা হবে। আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে। এজন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।দুলু অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী একদিকে গণতন্ত্রের কথা বলেন, অন্যদিকে আইন-আদালত-প্রশাসনসহ সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে করায়ত্ত করে ফেলেছেন। সরকারের মদদে খালেদা জিয়ার গুরুতর অসুস্থতা গোপন করা হচ্ছে।

নাটোর শহর বিএনপির আহবায়ক মো. এমদাদুল হক আল মামুনের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির আহবায়ক আমিনুল হক, সদস্য সচিব রহিম নেওয়াজ, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম বাচ্চু, সাবেক এমপি সুফিয়া হক, শহর বিএনপির সদস্য সচিব জিল্লুর রহমান বাবুল চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতারা।

ধর্মের বিভেদ না মানলে সীমান্ত বিভাজনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন অরুণ কুমার

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ধর্মের বিভেদ না রাখতে চাইলে সীমান্তের বিভাজনের প্রয়োজন কী? এনআরসি, সিএএ-জনিত বিতর্কের মাঝে এই প্রশ্ন জনতার হাতে তুলে দিলেন জম্মু ও কাশ্মীর স্টাডি সেন্টারের অধিকর্তা (মার্গদর্শক) অরুণ কুমার। প্রেক্ষাগৃহে সমবেতদের করতালি স্বাগত জানাল ওই প্রশ্নকে। নানা যুক্তি-সহকারে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন একটা সরল সত্য। তা হল, এক রাষ্ট্র, এক সংস্কৃতির ভারতে এনআরসি, সিএএ-র প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। অরুণ কুমার বলেন, কেবল ভাষা, ধর্ম একটা রাষ্ট্রের পরিচয় হতে পারে না। আমাদের প্রধান এবং মূল পরিচয় আমরা ভারতবাসী। যাঁরা এ ব্যাপারে ধর্মের দ্বিচারিতার কথা তুলছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্যাতিত নির্যাতিত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তখন কে প্রতিবাদ করেছিলেন? ১৯৫৬-তে পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল ওদেশের অন্য ধর্মাবলম্বীদের গোলামির জীবন। এর পর বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘ আলোচনা এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট আইন প্রনয়ন হয়েছে। নাগরিক আইনের রূপায়ণ তাই আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। 'বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে ভারতের রূপান্তর' শীর্ষক আলোচনার বক্তা হিসাবে পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে অরুণবাবু এই বক্তৃতা দেন। 'ভারত বিকাশ পরিষদ' আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন নন্দলাল সিংহানিয়া। তিনি বলেন, মকর সংক্রান্তির পূন্য তিথিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই দিন কেবল লক্ষ লক্ষ পূন্যার্থী গঙ্গাসাগরে পূন্যস্নান করেন না, দেশের নানা স্থানে কোথাও পোঙ্গল, কোথাও বিহু নামে বিভিন্ন সনাতন আচার পালন করেন। আজ নাসা যে সব সিদ্ধান্তে আসছে বহু আগে তুলসিদাস লিখে গিয়েছেন, 'হনুমান চালিসা'য় লেখা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শ মেনে এগিয়ে চলেছে এই পরিষদ। উদ্যোক্তা সংগঠনের অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ ঘনশ্যাম শুক্লা বলেন, আমাদের ১৮টি শাখার ৬৫০ সদস্য নানাভাবে সমাজসেবার কাজে রত। খন্ন্যানের কাছে একটি গ্রাম এই কারণে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন মহানির্দেশক দীনেশ বাজপেয়ী।

তিনি বলেন, বিশ্ব মানচিত্রে অতীতের ভারতের অবস্থান ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক স্থানে। চিন বা প্রতিবেশী কোনও দেশ তো বটেই আজকের পশ্চিমী উন্নত রাষ্ট্রগুলোও অনেক কিছু শিখেছে এ দেশ থেকে। ভারতকে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে হবে।

আলোচনার শুরুতে অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ 'ঋতম'-এর দিকনির্দেশ করেন। তিনি বলেন, আপাতত ১৫টি ভাষায় দৈনিক দেড়শর ওপর খবর ও ভাষ্য থাকছে এতে। এর মধ্যে বাংলায় প্রতিদিন থাকছে কমবেশি ৩৫টি খবর। সমবেতদের তিনি 'ঋতম'-এর নিয়মিত শরিক হওয়ার আবেদন করেন। এ দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের আমন্ত্রিত মান্যগন্যরা। অনুষ্ঠানের শুরু ও শেষে পরিবেশিত হয় 'বন্দেমাতরম' এবং জনগণমন অধিনায়ক গান।

বাংলাদেশে নগর সরকার গঠনের প্রস্তাব নাকচ করলেন মন্ত্রী তাজুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, জানুয়ারী ১৫।। সিটি করপোরেশনের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তা যথেষ্ট উল্লেখ করে নগর সরকার (সিটি গভর্নমেন্ট) গঠনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা কলেন। স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।মো. তাজুল ইসলাম বলেন, দেশের প্রেক্ষাপটে শহর, নগর, গ্রামগুলো কীভাবে উন্নয়ন করার দরকার, সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সব বিবেচনা করে আমাদের সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন উপজেলাসহ সবগুলোকে বিভিন্নভাবে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে।তিনি বলেন, মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে এসে দেখেছি, আমাদের সিটি করপোরেশনকে সক্ষমতা অনুযায়ী যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে। এ ক্ষমতা যদি তারা সত্যিকার অর্থে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে পারেন তাহলে নাগরিক জীবনে স্বস্তি ফিরে আসবে এবং কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হবে।

মন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নত বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী সে লক্ষ্য সামনে রেখে দেশ পরিচালনা করছেন। যখন যেখানে নীতিগত, আইনগত সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেবে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ধুলোর উঁচু উঁচু স্তম্ভই কি উড়িয়ে দিয়েছে মঙ্গলের সবটুকু জল !

ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল মঙ্গলে। ধুলোর উদ্দাম ঝড়। সেই তুলকালাম ঝড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল 'লাল গ্রহ'। উথালপাতাল করে দেওয়া ধুলোর ঝড় গোটা মঙ্গল গ্রহটাকেই ঢেকে ফেলেছিল। প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল নাসার পাঠানো রোভার 'অপরচুনিটি'র। তার সবক'টি যন্ত্রকে বিগড়ে দিয়ে চির দিনের মতোই 'অপরচুনিটি'-কে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। গত বছর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কয়েকশো কোটি বছর আগে ধুলোর এমন ভয়ঙ্কর ঝড়ের জন্যই লাল গ্রহের সবটুকু জল উবে গিয়েছিল মহাকাশে।গত এক দশক বা তারও কিছু বেশি সময়ে ধুলোর এতটা উদ্দাম ঝড়ে আর তোলপাড় হয়নি লাল গ্রহ। এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় মঙ্গলে হয়েছিল ১১ বছর আগে। ২০০৭-এ। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই কথা জানিয়েছে।তবে কেন এক দশকে এক বার করে এই ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় ওঠে লাল গ্রহে, তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও ধোঁয়াশায়। কারণ, এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড়ের হদিশ মঙ্গলে বিশেষ মেলেনি বলে তাদের নিয়ে তেমন ভাবে গবেষণার সুযোগই পাননি বিজ্ঞানীরা।সেই সময় মঙ্গলের পিঠ থেকে উঠে আসা ধুলো তৈরি করেছিল ঘন জমাট বাঁধা বিশাল বিশাল মেঘ। মেঘগুলি মঙ্গলের পিঠের ধুলো নিয়ে উঠে গিয়েছিল এমনকী, ৮০ কিলোমিটারেরও বেশি। অত্যন্ত উঁচু স্তম্ভের মতো। মেঘগুলির মধ্যে ছিল প্রচুর জলীয় বাষ্পের কণা। মেঘগুলি যত উপরে উঠেছে, সূর্যের আলো আর মহাজাগতিক রশ্মি-সহ নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মেঘের ভিতরে থাকা জলীয় বাষ্পের কণাগুলিকে তত বেশি করে ভেঙে দিয়েছে। উবে গিয়েছে জলের বিন্দুগুলি।নাসার গবেষকদের দাবি, কয়েকশো কোটি বছর আগে হয়তো এই ভাবেই মঙ্গলের বুক থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তার জলের ভাণ্ডার। মঙ্গলে ধুলোর ঝড় হয় আকছারই। তবে অত বড় ধরনের ধুলোর ঝড় হয় কালেভদ্রে। এক দশক বা তার কিছু বেশি সময়ে বড়জোর এক বার। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়টাই হয়েছিল গত বছর। ওই সময় নাসার বেশ কয়েকটি মহাকাশযান ছিল মঙ্গলের আশপাশে। তারা সেই ঝড়ের ছবি পাঠিয়েছিল। সেগুলির ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয়েছে হালের দু'টি গবেষণাপত্র।গবেষণা জানিয়েছে, সেই ঘন জমাট বাঁধা ধুলোর মেঘের উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি তৈরি হয়েছিল মঙ্গলের পিঠের সেই জায়গায় যেখানে খুব ধুলো উড়ছে। আমাদের রোড আইল্যান্ড যতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, লাল গ্রহের পিঠে সেইটুকু জায়গা থেকেই উঠে আসা ধুলোয় তৈরি হয়েছিল মেঘের সেই উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি। গত বছর গোটা মঙ্গল জুড়ে যখন চলছে ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় তখন সেই মেঘের স্তম্ভগুলি লাল গ্রহের পিঠ থেকে উঠে গিয়েছিল কম করে ৫০ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার। নেভাডা রয়েছে যতটা জায়গা জুড়ে সেই সময় মঙ্গলের ধুলোর মেঘগুলিও ছিল ঠিক ততটা জায়গায়। পরে যখন সেই ধুলোর মেঘের স্তম্ভগুলি ভাঙতে শুরু করে, তখন তা মঙ্গলের পিঠ থেকে কিছুটা উপরে (৩৫ মাইল বা ৫৬ কিলোমিটার) ধুলোর একটা পুরু স্তর তৈরি করেছিল। গোটা আমেরিকা যতটা জায়গা জুড়ে মঙ্গলের উপর ধুলোর পুরু স্তর ছড়িয়ে পড়েছিল সেই ততটা এলাকা জুড়েই।মূল গবেষক ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস হিভেন্স বলেছেন, "মঙ্গলে প্রতি বছরই ধুলোর মেঘের স্তম্ভ তৈরি হয়। লাল গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে তা তৈরি হয়। কিন্তু এক থেকে দেড় দিনের মধ্যেই সেই স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়ে। কিন্তু গত বছর ঘটেছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। ধুলোর মেঘের স্তম্ভগুলি কিছুতেই ভাঙতে চাইছিল না। উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি টিঁকে ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন সপ্তাহ। আর সেগুলি শুধুই কোনও একটি এলাকায় নয়, গোটা মঙ্গল গ্রহটাকেই ঢেকে দিয়েছিল।"বিজ্ঞানীদের ধারণা, এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড়ের জন্যই কয়েকশো কোটি বছর আগে মঙ্গলের জলের ভাঁড়ার উবে গিয়েছিল মহাকাশে।

ফুটপাথের বেঞ্চে তখন রাত কাটিয়েছেন !

সম্রাট মুখোপাধ্যায়: অমিতাভ বচ্চনের নায়ক হয়ে ওঠার পেছনে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'—এর একটা অবদান আছে! ছোট্ট হলেও।ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে 'পোজ' দিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। আর ছবিটা তুলেছিলেন ভাই অজিতাভ বচ্চন। সালটা ১৯৬৭। কলকাতায় তখন অমিতাভ চাকরি করেন 'ব্ল্যাকার্স' সংস্থায়। মাসিক ১৬০০ টাকা মাইনে। তখনকার হিসেবে বেশ ভালই মাইনে বলা চলে। আর নাটক করতেন 'দ্য আমেচার্স' বলে একটি ইংরেজি নাটকের দলে। 'হু ইজ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ' নাটকটির প্রযোজনা করে যে দলটির তখন বেশ সুনাম।ছোট ভাই অজিতাভও তখন চাকরি করতে এসে কলকাতাতেই থাকেন। ভাই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল দাদার অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে। তার ইচ্ছা দাদা এগ্‌জিকিউটিভ—এর চাকরি ছেড়ে পর্দার জগতে যাক। সেই মনোগত ইচ্ছেমতোই দাদার কতগুলো 'গ্ল্যামারাস' ছবি তোলা। যার একটি ছিল 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' হলের সামনে। সেসময় 'ফিল্মফেয়ার' পত্রিকা একটি নতুন মুখ খোঁজার 'কনটেস্ট' করে। সেখানে দাদার ওই ছবিটি পাঠায় অজিতাভ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে প্রতিযোগিতার ফল জানা যায়নি শেষপর্যন্ত।ওই ছবিটা কিন্তু বিমুখ করেনি অমিতাভকে। অজিতাভ ওই ছবিটিই পৌঁছে দিয়েছিলেন বোম্বেতে পরিচালক খাজা আহমেদ আব্বাসের কাছে। যিনি তখন 'সাত হিন্দুস্থানি' বানাতে চলেছেন। আমিতাভের ওই ছবি দেখেই তাকে ডেকে পাঠান আব্বাস। পছন্দসই ছবিটা বহুদিন তিনি টাঙিয়ে রেখেছিলেন নিজের অফিসে।ষোলোশো থেকে পঞ্চাশঅমিতাভের কেরিয়ারের শুরুতে পরোক্ষে এইভারে এই শহরের এক দর্শনীয় স্থানের যদি ভূমিকা থাকে, তবে আর এক পরোক্ষ ভূমিকা আছে এ শহরের এক পরিচালকেরও। তিনি সত্যজিৎ রায়!সত্যজিতের ইউনিটে তখন সহ—পরিচালক হতে এসেছেন টিনু আনন্দ। যাকে আব্বাস সাহেব তাঁর নির্মীয়মাণ 'সাত হিন্দুস্থানি'র এক হিন্দুস্থানি হিসেবে ভেবে রেখেছেন। কিন্তু টিনুর মাথায় তখন অভিনেতা হবার থেকেও পরিচালক হবার পোকা। চলে এসেছেন তাই সত্যজিৎ রায়ের কাছে।সত্যজিৎ টিনুকে বলেন, 'অভিনেতা হবার ইচ্ছে থাকলে বোম্বে থাকো। কিন্তু পরিচালনা শিখতে হলে এক মুহূর্ত দেরি না করে কলকাতা চলে এসো। 'সে কথাকে মান্যতা দিয়ে টিনু পত্রপাঠ চলে এলেন কলকাতায়।আর তাঁকে না পেয়ে, তাঁর সেই ছেড়ে আসা চরিত্রে খাজা আহমেদ আব্বাস সুযোগ দিলেন কলকাতা থেকে বোম্বে আসা সেই ছেলেটাকে। যে চরিত্রে সুযোগ দিলেন, সে চরিত্রটির নাম আনোয়ার আলি। এ নামটার ব্যাপারে একটা মজার ব্যাপার আছে। এই ছবিরই অন্যতম এক প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এক যুবক, যার সত্যি সত্যিই বাস্তবে নাম আনোয়ার আলি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিখ্যাত কমেডি—অভিনেতা মেহমুদের ভাই। তার নাম শুনেই এই চরিত্রটির নাম মনে আসে আব্বাস সাহেবের। এই চরিত্রটির যে ছবি তাঁর মনে এসেছিল তা রোগা, লম্বা চেহারার। অমিতাভ যেদিন দেখা করতে আসেন কে এ আব্বাসের সঙ্গে, সেদিন তাঁর পরনে ছিল চুড়িদার পাজামা আর জহর কোট। তাতে তাঁকে আরও রোগা আর লম্বা লাগছিল। আব্বাস সাহেব বুঝে যান, তিনি এই 'ঘোড়া'টির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।মজার কথা, পরে এই আনোয়ারের সঙ্গে দুর্দান্ত বন্ধুত্ব হয়ে যায় অমিতাভের। দু'জনে হয়ে ওঠেন হরিহর আত্মা। এতটাই যে একসময় আনোয়ার আর অমিতাভ একসঙ্গে থাকতেন আনোয়ারের ফ্ল্যাটে। আর ভাইয়ের বন্ধু এই সুবাদেই অমিতাভকে প্রথম দেখেন মেহমুদ। দেখেই এতটাই পছন্দ হয়ে যায় তাঁকে যে ডেকে নিয়ে সুযোগ করে দেন নিজের পরের ছবি 'বোম্বে টু গোয়া'য়। সেদিন যখন ঘরে ঢুকেছিলেন মেহমুদ, বড় একজনকে সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন অমিতাভ। এই ব্যাপারটাই চেহারার পাশাপাশি আকর্ষিত করে মেহমুদকে।মজার কথা আরও এটাই যে, এই 'বোম্বে টু গোয়া'য় এক অ্যাকশন দৃশ্যে অমিতাভের হাত—পা ছোঁড়া দেখেই তাঁকে মনে ধরে চিত্রনাট্যকার সেলিম আর জাভেদের। তাঁদের সুপারিশ অমিতাভের কাজে লাগে 'জঞ্জির' ছবিতে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে।'সাত হিন্দুস্থানি' হিট করেনি। ঠিক বাজারে 'হিট' করানোর ফর্মুলায় বানানোও নয় এই ছবি। কিন্তু এ ছবি অমিতাভের কেরিয়ারে ঠিকঠাক সিঁড়ির প্রথম ধাপ হয়ে উঠতে পেরেছিল। এ ছবি সেবার জাতীয় পুরস্কার পায় জাতীয় সংহতি প্রচারের জন্য। সেই পুরস্কারের আসরে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল অমিতাভের নাম। এ ছাড়াও বছরের সেরা উদীয়মান মুখ হিসেবে অন্য একটি পুরস্কারও পান তিনি।কেরিয়ারের প্রথম সাড়ে তিন বছরে 'আনন্দ' ছেড়ে দিলে ১১টা ছবি ফ্লপ করে অমিতাভের। কখনও তাঁর উচ্চতার অজুহাতে নায়িকা ছবি করতে চাননি, কখনও তাঁর চেহারাকে বড় বেশি 'কবি—কবি' বলে বাতিল করেছেন কোনও পরিচালক। একবার মেরিন ড্রাইভে দু'রাত রাস্তার বেঞ্চিতে শুয়ে কাটিয়েছেন। খাবার খেয়েছেন মধ্যরাতে, খাবারের দাম অর্ধেক হয়ে যাবার পরে। কিন্তু ওই প্রথম ছবিই বুঝিয়ে দিয়েছিল একজন অন্য চেহারার, অন্যরকম অভিনেতা এসে গেছেন। আনোয়ার আর জালাল আগা ('সাত হিন্দুস্থানি'র আর এক 'হিন্দুস্থানি') আব্বাস সাহেবের অফিসে ছবি দেখে নিজেদের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছিল অমিতাভকে নিয়ে। প্রথমবার যখন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় অমিতাভের, আর 'হ্যালো' বলে হাত বাড়িয়ে দেন তিনি, সেই গলা শুনেই তাঁরা বোঝেন এ ছেলেকে উপেক্ষা করা যাবে না। জালাল আগা পরে বেশ কিছু রেডিও—র বিজ্ঞাপনের কাজ জোগাড় করে দেন অমিতাভকে। হরলিকস্, নিরলন প্রভৃতি কোম্পানির। পঞ্চাশ টাকা করে পেতেন অমিতাভ বিজ্ঞাপনপিছু। সেই টাকাটা বেশ কাজে আসত থাকা---খাওয়ায়।বাড়ি থেকে পালিয়ে কি?'সাত হিন্দুস্থানি'র কাহিনির কেন্দ্র গোয়ার মুক্তিযুদ্ধ। তাতে শামিল ছয় যুবক ও এক যুবতীর গল্প। আব্বাস ঠিক করেছিলেন ছয় যুবক নেবেন আলাদা আলাদা ধর্মের, জাতির, ভাষার। যে বাস্তবে যে রকম সে সেই চরিত্র পাবে না। এইভাবে 'কাস্টিং' থেকে পরিচিতি—মিশ্রণ ঘটাবেন তিনি। এরই ফলে বাঙালি উৎপল দত্ত ছবিতে হয়ে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবি। দক্ষিণী অভিনেতা মধু হয়ে গিয়েছিলেন বাঙালি। বাস্তবের আনোয়ার হয়ে গেল হিন্দু রাম ভগৎ শর্মা। আর অমিতাভ হলেন মুসলমান আনোয়ার আলি।ছবির পুরো চিত্রনাট্য শুনে অমিতাভ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন তাঁর দুটো চরিত্র পছন্দ। পাঞ্জাবি আর মুসলমানের। উৎপল দত্তকে ভাবা আছে পাঞ্জাবি চরিত্রে, সেটা পেতে পারেন না অমিতাভ। অতএব পেলেন মুসলমানের চরিত্র।এরপর আসে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন। আব্বাস পরিষ্কার বলেন এ ছবির জন্য অমিতাভ পাবে ৫,০০০ টাকা। মাসে ১৬০০ টাকার চাকরি ছেড়ে এসেছেন। সে তুলনায় এ টাকা কিছুই নয়। কিন্তু তবু এ ছবি হাতছাড়া করার কথা ভাবতে পারেননি অমিতাভ। খুব দৃঢ় গলায় তিনি আব্বাস সাহেবকে জানিয়ে দেন তিনি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। এই অ্যাটিটিউডটাই পছন্দ হয় আব্বাসের। সেদিনই চুক্তিপত্র তৈরি হয়।আর সেই সইসাবুদের কাজটা করতে গিয়ে জানতে পারেন আব্বাস যে অমিতাভ বচ্চন আদতে কবি হরবংশ রাই বচ্চনের বড় ছেলে। এটা জেনে একটু দ্বিধায় পড়ে যান আব্বাস। জানতে চান অমিতাভের কাছে, তাঁর সিনেমায় নামার ব্যাপারে তাঁর বাবার সম্মতি আছে তো? আসলে তখন হরবংশ রাই বচ্চন আর খাজা আহমেদ আব্বাস দু'জনেই একসঙ্গে ছিলেন 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার'—এর বিচারক। আব্বাস চাননি সিনিয়র বচ্চনের সঙ্গে দেখা হলে কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়।আব্বাসের প্রশ্ন উত্তরে মজা করে একটি প্রশ্নই করেন অমিতাভ 'আপনার কি আমাকে দেখে বাড়ি থেকে পালানো ছেলে বলে মনে হচ্ছে?' ঠান্ডা গলায় আব্বাস উত্তর দেন, 'যারা বাড়ি থেকে পালায়, তাদের চেহারা দেখে কিছুই ঠাহর হয় না।'সাত হিন্দুস্থানি'র শুটিং শুরু হয় ১৯৬৯—এর ফেব্রুয়ারি মাসে। আর ছবি মুক্তি পায় নভেম্বরে। শুটিং হয়েছিল বেশ কষ্ট করে। খাওয়া হত হিসেব করে। রান্নাঘরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন উৎপল---গৃহিণী শোভা সেন। যে যার নিজের বেডিং নিয়ে গিয়েছিল। অমিতাভও। রাতে শুতেন অনেকে মিলে এক বাংলোর বড় হলঘরে। ঐতিহাসিক ইনিংসের শুরুটা ছিল এরকমই।এ বছর 'সাত হিন্দুস্থানি'র সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে, গোয়ায় 'ইফি'র অনুষ্ঠানে এসে অমিতাভ তুললেন এখানে তাঁর ওই ছবির শুটিং করে যাবার কথা। বললেন, মনে হচ্ছে ঘরে ফিরেছি।

শৈশবের অবহেলাই কি ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে

অপরাধের সঙ্গে নাবালকদের যোগাযোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আর্থ-সামাজিক টানাপড়েন। শৈশব থেকে বঞ্চনার শিকার হওয়াও এর অন্য কারণ। গত দু'বছরে কলকাতার বুকে সংগঠিত একাধিক ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে কিশোরদের যোগ দেখে এমনটাই মনে করছেন মনোরোগ চিকিৎসকেরা। শুধু তাঁরাই নন। এক সময়ের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষালেরও বক্তব্য, 'শৈশব থেকে বাড়ির অবহেলা এবং পর্যবেক্ষণের অভাবের জন্যই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিশোরেরা!"পঞ্চসায়র গণধর্ষণে অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ি গিয়েও এই বক্তব্যের সত্যতা মিলল। শনিবার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, খালপাড়ে টিনের ছাউনির চিলতে ঘর। সেখানেই বাবা-মা এবং বছর ছয়েকের ভাইয়ের সঙ্গে থাকত অভিযুক্ত কিশোর। ওই কিশোরের মা পরিচারিকার কাজ করেন। বেলা বাড়লে ভ্যানে করে মাল গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বেরিয়ে পড়েন কিশোরের বাবা। গ্রেফতারের পর থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। তাই ওই দিন তাঁরা গিয়েছিলেন আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে।স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অভাবের সংসার হওয়ায় স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ধৃত কিশোরের। বাবা-মাকে সাহায্য করতে সে-ও মাঝেমধ্যে ভ্যানে ইট, বালি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত। কাজ না থাকলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াত সে। ছোট ভাই সম্প্রতি এলাকারই একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অর্থাৎ দুই ভাই-ই অভিভাবকহীন ভাবে বেড়ে উঠছে। রবিবার কিশোরের বাবা বলেন, "২০০৯ সালে আয়লার ঝড়ে সুন্দরবনে বাড়ি-ঘর তলিয়ে গিয়েছিল। সব হারিয়ে চলে আসি। কোনও রকমে সংসার চলে। ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে কী করে মাথা ঘামাব?" আবার জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত বন্দর এলাকার বাসিন্দা কিশোরের পরিবারে ছিল অন্য টানাপড়েন। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকতেন। ছেলেকে নিয়ে মা থাকলেও সন্তানের দেখাশোনায় সময় দিতে পারতেন না। পড়াশোনা ছেড়ে গ্যারাজে কাজে ঢুকেছিল কিশোর। তখনই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। যার পরিণতিতে জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত থাকার অপরাধে আপাতত তার ঠাঁই 'বিশেষ হোমে'। অন্য দিকে, খারাপ সঙ্গে মিশে ছেলে অপরাধে জড়িয়েছিল বলে মনে করেন কসবার শীলা চৌধুরী খুনের অভিযুক্ত কিশোরের মা। এক সময়ে তিনি শীলাদেবীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। টেগোর পার্কের বাসিন্দা ওই কিশোর কী করে যে শীলাদেবীকে খুনে সাহায্য করেছিল, তা মানতেই পারেন না তার মা!অন্য দিকে, নিউ আলিপুরে বৃদ্ধ মলয় মুখোপাধ্যায় খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির এক কিশোর। সে-ও কলকাতায় এসেছিল কাজের সূত্রে। প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করতে করতেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সে। যদিও নিউ আলিপুরের অভিযুক্ত কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রয়েছে বলে হোম সূত্রের খবর। একই সূত্র জানাচ্ছে, গত দু'বছরের মধ্যে ওই কিশোর এক বার হোম থেকে পালিয়েওছিল। মনোরোগ চিকিৎসক প্রথমা চৌধুরীর মতে, "বেশ কয়েকটি কারণে বয়ঃসন্ধিকালে অপরাধের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। যার মধ্যে রয়েছে ১) ছোট থেকে হিংসা দেখে বড় হলে তাদের মধ্যে সেই মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ২) জিনগত ভাবে অপরাধের যোগ থাকা এবং সর্বোপরি শৈশব থেকে তীব্র লড়াই করায় নিজেদের 'বড়' হিসেবে ভাবতে শুরু করা। ভাল-মন্দ না বুঝে বড়দের নকল করতে গিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা।"

জাজের "মাসুদ রানা" করছেন না শ্রদ্ধা কাপুর

দুর্ধর্ষ থ্রিলার "মাসুদ রানা" সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর। জাজ মাল্টিমিডিয়া এই ঘোষণা দেওয়ার পর গুঞ্জন রটেছিল, সিনেমাটির বিষয়ে নাকি শ্রদ্ধা জানেনই না। শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনই সত্যি হলো। গতকাল শনিবার জাজ মাল্টিমিডিয়ার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে জানানো হয়, "মাসুদ রানা" সিনেমায় অভিনয় করছেন না শ্রদ্ধা।জাজ মাল্টিমিডিয়া জানায়, শুটিংয়ের সময় পরিবর্তনের কারণে সিনেমাটিতে অভিনয় করতে পারবেন না শ্রদ্ধা কাপুর। বাংলাদেশে যৌথ প্রযোজনার নীতিমালা অত্যন্ত জটিল হওয়ার কারণে "মাসুদ রানা"র জন্য এখনো সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। রবিবার এই আবেদন করা হবে এবং এই অনুমতি পাওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে জানানো হয় ফেসবুকের এই পোস্টে।

মলদ্বীপ থেকে ফিরেই মন্দিরে সারা আলি খান

মুম্বই প্রথম সিনেমাতেই তিনি নজর কেড়েছেন দর্শকদের। তাঁর হাতে এখন সিনেমার অভাব নেই। কিন্তু আপাতত তাঁর অভিনয় নয়, সারা আলি খানের ছবি আর ভিডিও-তেই মজে রয়েছেন দর্শকরা। কারণ সারা আলি খান মানেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ঝড়। ছবি হোক কিংবা ভিডিও পোস্ট করার মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল। কখনও বিকিনি পরিহিতা সারার ছবি ভাইরাল হয়, কখনও আবার নজর কেড়ে নেয় সারা-কার্তিকের ব্রেকআপের খবর। গত কয়েকদিন আগে বারবার সংবাদ শিরোনামে এসেছিলেন সারা। ফের একবার সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল সারা আলি খান।সম্প্রতি মলদ্বীপ থেকে ফিরেছেন সারা। আর সেখান থেকেই মন্দিরে ছুটলেন সারা আলি খান। জুহুর মুক্তেশ্বর শনি মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে যান সারা। সারার সঙ্গেই ছিলেন মা অমৃতা। সাদা রঙের সালোয়ার কামিজ পরে তিনি পুজো দিতে গিয়েছিলেন সারা।শুধু তাই নয়, যেখানে দেখা যাচ্ছে সারা মাথায় ভগবানের লাল টিপে। হাতে পুজোর প্রসাদ। সেই ভিডিও নেটিজেনদের কাছে ভাইরাল। তবে সবথেকে নেটজেনদের কাছে নজর কেড়েছে সারার কীর্তি। যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সারা গাড়ি থেকে নেমে গরিব লোকজনদের টাকা দিচ্ছেন। আর সেটি যথেষ্ট নজর কেড়েছে।তবে এই মন্দিরে যাওয়া সারা"র কাছে নতুন কিছু নয়। বহুবার সারা এই মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছেন। শুধু পুজো দেওয়া নয়, মন্দিরের বাইরে মানুষজনকে সেবাও করেছেন তিনি।প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই, পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে মালদ্বীপে গিয়েছিলেন সারা। সঙ্গে ছিলেন অমৃতা সিং ও ভাই ইব্রাহিম আলি। পরিবারের সঙ্গে আগেই একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেন তিনি। প্রায় প্রত্যেকদিনই বিকিনি পরে ছবি পোস্ট করেছেন। স্কুবা ডাইভিং-এর ছবিও পোস্ট করেছেন নবাব-কন্যা। ভাই ইব্রাহিমের সঙ্গে জলের তলায় ডুব দিয়েছেন তিনি। মায়ের সঙ্গে জেট স্কি-ও করেছেন। বিকিনি পরে সোজা ঝাঁপ দেন সমুদ্রে। ভক্তরা দেখেন কতটা দক্ষ সাঁতারু সারা আলি খান। সাদা বিকিনি পরেদিলেন ডুব সাঁতার, দিলেন চিত সাঁতারও। ক্যাপশনে লিখেছেন "জলপরী।"

বিয়ের কার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন দেব

লাল রঙের একটা বিয়ের কার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন অভিনেতা দেব। তবে ঠিক কার্ড না বলে কার্ডের সামনেটা বলাই ভাল। কারণ ভিতরে কি আছে তা ওই ছবি থেকে জানা যায়নি। যেটুকু পরিস্কার তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা বিয়ের কার্ড। কার বিয়ে? না সেকথা পরিস্কার করা হয়নি। তবে সাংসদ তথা বাংলা সিনেমা জগতের জনপ্রিয় তারকা দেব যখন পোস্ট করেছেন তখন বিয়ে হয়তো তাঁরই।টুকটুকে লাল কার্ডের ওপর ঝলমল করছে সোনালি রঙের লেখা- 'শ্রী শ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ'। রয়েছে স্বস্তিক চিহ্নও। আর তার নিচে বড় বড় করে লেখা "শুভবিবাহ"। কার্ডে পালকি-প্রজাপতি সবই রয়েছে। এমন চিরাচরিত একটি বিয়ের কার্ডের ছবি শেয়ার করেই দেব টুইট করেছেন, 'কেউ ফাঁস করার আগেই দিয়ে দিলাম। আশা করি, আপনাদের আশীর্বাদ থাকবে।'এরপরই টলিপাড়াসহ দেবের অনুরাগীমহলে শুরু হয় জল্পনা। অনেকে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেন অভিনেতাকে।কিন্তু পাত্রী কে? না সেকথাও পরিস্কার করা নেই কার্ডে। তবে রুক্মিণীর সঙ্গে দেবের প্রেমের কথা অনেকেরই জানা। তাহলে কি রুক্মিণীর সঙ্গেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন দেব? কিন্তু অনেকেরই মনে সংশয় দেখা দেয়, এটি কোনও নতুন ছবির প্রোমোশন নয় তো!এর আগেও একবার লোকসভা ভোটের সময় দেব ব্যস্ত থাকায় রুক্মিণী মৈত্র টুইট করে প্রকাশ্যে "ভালোবাসি তোমাকে" বলেছিলেন। কিন্তু পরে জানা যায় ওটা "কিডন্যাপ" ছবির গান। সমস্ত কৌতূহলের নিরসন দেব নিজেই করলেন একদিন পর। জানা গেল, বিয়ের পিঁড়িতে মোটেই বসছেন না দেব-রুক্মিণী। এটিও দেব রুক্মিণীর নতুন ছবি "টনিক"-এর প্রোমোশন। দেব নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেনএই খবর।লিখলেন, 'ক্ষমা চাইছি ভুল খবর দিয়ে। আসলে ওটা টনিকের কাকার বিয়ে।' বিয়ের দিনও প্রকাশ করেছেন অভিনেতা। দিনটি ৮ মে। বিয়ের পাত্র ও পাত্রী দেব-রুক্মিণী নন, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শকুন্তলা বড়ুয়া। ছবিটি প্রযোজনা করছে দেব এন্টারটেনমেন্ট। ছবির পরিচালক অভিজিত সেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব জিত গঙ্গোপাধ্যায়ের কাঁধে। আসলে পুরোটাই দেবের উর্বর মস্তিষ্কের খেলা। নিজের বিয়ের ইঙ্গিত দিয়ে আগামী ছবির জোরদার প্রচার শুরু করলেন অভিনেতা।দেবের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক রুক্মিণীর। যতবার প্রশ্ন করা হয়েছে ততবার দেবের একটাই উত্তর বন্ধুত্ব। দেবের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন রুক্মিণীও। কিন্তু ছুটির দিনে কোথাও ঘুরতে যাওয়া কিংবা জন্মদিনে মজা করা, সব কিছু একই সঙ্গে করেন তারা। কিছুদিন আগে দেবের জন্মদিনে একটি ধোঁয়াশা ভরা টুইট করেছিলেন রুক্মিণী। সেখানে তিনি বলেন, দেব তার রিল লাইফের একমাত্র হিরো। আরো সুন্দর মুহূর্তের অপেক্ষায় আছেন তিনি। অন্যদিকে দেবকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপিসারে সব সেরে ফেলবেন। গতকাল রাতে দেব তার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে একটি বিয়ের কার্ডের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'কেউ খবরটা দেওয়ার আগেই.. আশা করবো আপনাদের সবার আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে। অবশ্য কার্ডের ওপরে পাত্র বা পাত্রী কারোরই নাম লেখা নেই। দেবের এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার হতেই শুরু হয়েছে গুঞ্জন। তবে কি এবার সত্যি চার হাত এক হতে চলেছে দেব-রুক্মিণীর?

ডেবিউ পরিচালক ঋদ্ধির ছবিতে কৌশিক সেন

বাবার পরিচালিত ছবিতে পুত্র কিংবা কন্যা অভিনয় করেছেন, এমন চল আমরা আগেও দেখেছি টলিউডে। কিন্তু ছেলের পরিচালনায় অভিনয় করছেন বাবা, বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে সম্ভবত এবার প্রথম ঘটতে চলেছে ঋদ্ধি সেনের হাত ধরে। অভিনেতা ঋদ্ধি এবার পরিচালকের আসনে। আজ্ঞে! অভিনেতা থেকে এবার পরিচালক হিসেবে হাতেখড়ি হতে চলেছে ঋদ্ধি সেনের। আর ঋদ্ধির ছবির মুখ্যচরিত্রে বাবা কৌশিক সেন।তবে এখনই পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি নয়। আপাতভাবে ছোট দৈর্ঘ্যের ছবি দিয়েই পরিচালনায় হাতেখড়ি দেবেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা। বছর তিনেক আগেই চিত্রনাট্য ড্রাফটের কাজ শুরু করেছিলেন। এতদিনে প্রায় শেষের দিকে। ঋদ্ধি আপাতত ব্যস্ত ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের "বিসমিল্লা" ছবি নিয়ে। তাঁর চরিত্রের জন্য মন দিয়ে বাশি বাজানো শিখছেন। আবার কড়া ডায়েট মেনে ওজনও ঝরাচ্ছেন। এত কিছুর মাঝেই নিজের পরিচালনায় সিনেমার প্রি-প্রোডাকশনের কাজে লেগে পড়েছেন।"বুদ্ধিজীবীরা নেমকহারাম, ননসেন্স", বিদ্বজ্জনদের বেনজির আক্রমণ দিলীপ ঘোষেরগল্পের প্রেক্ষাপট ২০২৫ সাল। চিত্রনাট্য সাজানোয় পরিচালকের সঙ্গে অনিরুদ্ধ দাশগুপ্তও ছিলেন। ক্যামেরার নেপথ্যে তিয়াস সেন। ঋদ্ধির সহযোগী হিসেবে এই প্রেজেক্টের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁর গায়িকা-অভিনেত্রী সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকেই ছবির শুটিং শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে অভিনেতার। শুটিং হবে রাজারহাট অঞ্চলে। চরিত্রের লুকের সঙ্গে কৌশিক সেনের চেহারার মিল রয়েছে বলেই তাঁকে কাস্ট করা হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন ঋদ্ধি।প্রসঙ্গত, এর আগেও বাবার পরিচালনায় ছেলে অভিনয় করছেন টলিউডে। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "লক্ষ্মী ছেলে"তে অভিনয় করলেন ছেলে উজান গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও পরিচালক অনুপ সেনগুপ্তর ছবিতে অভিনয় করেছেন তাঁর ছেলে বনি সেনগুপ্ত। তবে এবার ছেলের পরিচালনায় বাবার অভিনয় দেখতে পাবেন টলিদর্শকরা।বছর কয়েক পর ফের বাংলা ছবিতে বিদ্যা বালান! জেনে নিন বিস্তারিতফিল্মি পরিবারে বেড়ে ওঠা মানেই সাধারণত শৈশব থেকেই সিনেমা-স্ক্রিপ্ট যাবতীয় জিনিসের প্রতি ভালবাসা তৈরি হওয়া। তাই ভবিষ্যতে পেশা কিংবা প্যাশনের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত থাকে সিনেমা। সেরকমই টলিউডের সেন বংশ, থুড়ি আরেকটু পরিষ্কার করে বললে চিত্রা সেন, কৌশিক সেনের পর তৃতীয় প্রজন্ম ঋদ্ধি সেনও অভিনয়কেই বেছে নিয়েছিলেন সিনেজগতের সঙ্গে নিজের পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে। যার ঝুলিতে জাতীয় পুরস্কারও রয়েছে। তবে এবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ঋদ্ধি সেনই পরিচালকের আসনে বসতে চলেছেন।

সামনে এল কপিল শর্মার মেয়ের ছবি

কমেডিয়ান কপিল শর্মার সঙ্গে ২০১৮তে বিয়ে হয়েছিল জিনি চাতরাথের। ২০১৯-র ১০ ডিসেম্বরে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন জিনি। সেই খবর নিজেই টুইট করে দিয়েছিলেন কপিল। বাবা হওয়ার পর নিজের খুশিও গোপন করেননি। কিন্তু নবজাতকের ছবিও প্রকাশ্যে আনেননি। বুধবার কপিল ও জিনির কন্যাসন্তানের ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। তার পর নবজাতককে নিয়ে উতসাহ ছড়িয়েছে নেটিজেনদের মধ্যে।মঙ্গলবার ছিল কপিল শর্মার মা জনক রানির জন্মদিন। মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে হয়েছিল ঘরোয়া পার্টি। সেই পার্টিতে কেক কাটার পর কপিলকে খাইয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর মা। তখন কপিলের মেয়ে ছিল তাঁর কোলে। সেই ঘটনার ভিডিয়োতে কপিলের কোলে দেখা গিয়েছে তাঁদের কন্যা সন্তানকে। সেখান থেকেই কপিলের মেয়ের ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।গত বছর ডিসেম্বরে জিনি চাতরাথের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কপিল। সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন থেকে রণবীর সিংহ-সহ বলিউডের চেনা মুখেরা। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের সুখবর এল কপিলের বাড়িতে।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠে দাতব্য চিকিৎসালয়ের (হোমিও) সূচনা হয়েছে বুধবার। নিজস্ব ছবি।

সন্ত্রাসবাদের চ্যালেঞ্জ বিশ্বকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ভাঙন ধরানো বা ঐক্য নষ্ট করা ভারতের কাজ নয়। বরং নির্ণায়ক শক্তি হিসেবেই নিজেকে তুলে ধরতে চায় ভারত। বছরের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'রাইসিনা আলোচনা ২০২০' র মঞ্চ থেকে বুধবার এমনটাই বার্তা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাঁর কথায়, "সংহতি নষ্ট করার জন্যে অনেক শক্তি রয়েছে। কাউকে একটা দরকার সম্পর্ক মেরামতির করার জন্য।" রাজধানীতে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া তিনদিনের এই রাইসিনা আলোচনায় রাশিয়া, ইরান-সহ ১৭টি দেশের বিদেশমন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন। সূত্রের খবর, তার মধ্যে ১২টি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

এর মধ্যে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ও ইরানের বিদেশমন্ত্রী জাভেদ জারিফের সঙ্গে পৃথক বৈঠক দু'টি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর এই প্রথম ইরানের কোনও মন্ত্রী ভিন্‌দেশের মাটিতে বক্তৃতা দেবেন। এদিন ইরান-আমেরিকা দ্বৈরথ সম্পর্কে এদিন জয়শঙ্করের বক্তব্য, এই দুই দেশই স্বতন্ত্র।

ভবিষ্যত পরিণতি কী হবে তা নির্ভর করছে কারা মধ্যস্থতা করছেন তার ওপর। গোটা বিশ্বের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে বর্তমান সরকারের সদর্থক ভূমিকারও প্রশস্তি জয়শঙ্করের মুখে। এ দিন তিনি বলেন, "আমরা আগে মুখে বেশি বলতাম, কাজ করতাম কম। কিন্তু গত কয়েক বছরে বিষয়টা উল্টে গিয়েছে। আমরা কাজ করছি অনেক বেশি, বলছি কম।" কাজের ফিরিস্তিও দিয়েছেন জয়শঙ্কর। তাঁর বক্তব্য, গোটা বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্তকরণের মোট ১৪২টি প্রকল্পে কাজ চলছে। তার মধ্যে ৫৩টি কাজ হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কার মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সঙ্গে রেল ও সড়ক সং যোগ স্থাপন করেছে ভারত। সুদান, রওয়ানডার সঙ্গে হাইডেল প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে। ভারত চিনির কল তৈরি করেছে ইথিওপিয়ায়। চিনের জন্যেও বার্তা রইল জয়শঙ্কেররের বক্তৃতায়। তাঁর কথায়, প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে যে কোনও জটিল বিষয়ে একটা সমঝোতাসূত্র তৈরি করা জরুরি।

ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় গ্রেফতার ইরানের মিসাইল অপারেটর

তেহেরান, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বোয়িং ৭৩৭ বিমান দুর্ঘটনায় গ্রেফতার ইরানের এক মিসাইল অপারেটর। কয়েকদিন আগেই বিমানটি ধ্বংসের কথা স্বীকার করে তেহরান। তারপর থেকেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। সূত্রের খবর, ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের এরোস্পেস কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির আলি হাজিজাদে জানিয়েছেন, একজন মিসাইল অপারেটর ভুল করে যাত্রীবাহী প্লেনটিকে ক্ষেপণাস্ত্র বলে চিহ্নিত করেন। তারপর নিজের সিদ্ধান্তে সেটিকে নিশানা করে মিসাইল হামলা চালান। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ইরানের বিচার বিভাগীয় মুখপাত্র গোলাম হোসেন ইসমাইলি এই কাণ্ডে প্রথম গ্রেফতারির খবর ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'বিস্তারিত তদন্তের পর বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' তবে তাঁরা সংখ্যায় কতজন তা তিনি স্পষ্ট করেননি। উল্লেখ্য, গত বুধবার তেহরানের ইমাম খোমেইনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ান শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান। জানা যায়, বিমানটি 'ইউক্রেন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স'-এর। ওই ঘটনায় মৃত্যু হয় বিমানের ১৭৬ জন যাত্রীর। তারপরই তড়িঘড়ি ইরান জানিয়েছিল যে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে বিমানটি। যদিও সেই দাবি নিয়ে দেখা দেয় সন্দেহ।

বিমানে ঘুমন্ত অভিনেত্রীকে যৌন হেনস্থার ঘটনায় তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : মাঝ আকাশে ঘুমন্ত অভিনেত্রীকে যৌন হেনস্থার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে দিল মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত। প্রায় দু'বছর আগে একটি অন্তর্দেশীয় বিমানে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার সময় ওই অভিনেত্রী নাবালিকা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাই বিকাশ সচদেব নামের ৪১ বছরের ওই ব্যক্তির নামে যৌন নির্যাতন থেকে শিশু সুরক্ষা আইনের (পকসো)৩৫৪ নম্বর ধারায় (শ্লীলতাহানি)মামলা দায়ের হয়। এ ছাড়াও আরও বেশ কিছু ধারায় মামলা দায়ের হয় তাঁর নামে। বুধবার তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শোনান বিশেষ আদালতের বিচারক এডি দেও। তাঁর মক্কেল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে, আগে কখনও এই ধরনের ঘটনায় জড়াননি, এমন যুক্তি দেখিয়ে আদালতে সাজা কমানোর আর্জি জানান বিকাশ সচদেবের আইনজীবী আদনান শেখ। তার পাল্টা সর্বোচ্চ সাজার দাবি জানান সরকারি আইনজীবী। শেষ মেশ বিকাশ সচদেবকে তিন বছরের সাজা শোনান বিচারপতি। এয়ার ভিস্তারা বিমানে চেপে দিল্লি থেকে মুম্বই আসার পথে পিছনের আসনে বসে লাগাতার তাঁকে উত্যক্ত করেন ওই ব্যক্তি। সিটের ভিতর পা গলিয়ে অশালীন ভাবে তাঁকে স্পর্শ করেন। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে গতবছরই বিনোদন জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ওই অভিনেত্রী। এত দিনে তাঁর সেই মামলার রায় ঘোষণা হল।

মাথাভাঙায় গাজা ও আফিম খেত নষ্ট করতে অভিযান আবগারী দফতরেব

মাথাভাঙ্গা, ১৫ জানুয়ারি (হি. সল.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের দইভাঙি এলাকায় মানসাই নদীর চরে অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও আফিম খেত নষ্ট করা হল। এনসিবি, এসএসবি, রাজ্য পুলিশ ও আবগারী দফতরের আধিকারিকরা যৌথ অভিযানে নামেন।

মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে এই অভিযান চলে। এনসিবি (নার্কো কন্টোল ব্যুরো)-র এডি দিলীপ রুবিদাস জানান, এসএসবি সূত্রে খবর পেয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান। বুধবার এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ বিঘা জমির আফিম ও গাঁজা খেত নষ্ট করা হয়েছে। এলাকার সমস্ত আফিম ও গাঁজা খেত নষ্ট করা হবে। তবে এবিষয়ে সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।

ছাগলে সিম গাছ খেয়ে ফেলায় কান কাটা গেল মালিকের

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): প্রতিবেশীর বাড়ির সিম গাছ খেয়ে ফেলেছে ছাগল। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ। এবং তা থেকে সংঘর্ষ বাঁধে। কান ছিঁড়ে লুট করা হল কানের সোনার গহনা ও গলার হার। আহত ছাগল মালিকের পরিবারের মা ও মেয়ে। বুধবার এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদিঘী থানার আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙামাটি গ্রামে। আহতদের রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্তরা গা ঢাকা দিয়েছে, পুলিশ অভিযোগ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

ছয়ের পাতায়

যুবকের সঙ্গে গৃহবধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল

হুগলি, ১৫ জানুয়ারি(হি.স.): যুবকের সঙ্গে গৃহবধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হরিপাল থানার ইলিপুরে। বুধবার সকালে গ্রামবাসীরা স্থানীয় একটি গাছে তাদের ঝুলতে দেখে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে হরিপাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের মৃত বলে ঘোষনা করা হয়। মৃতের নাম প্রতিমা দাস ২৮ ও অর্জুন রানা ২৩। প্রাথমিকভাবে প্রেম ঘটিত কারনেই এই দুজন আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশের অনুমান।তবে এর পিছনে অন্য কোন কারন আছে কিনা তা ও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান গ্রামীন পুলিশ সুপার। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, হরিপাল।থানার ইলিপুরের প্রতিমার সাথে হরিপাল থানার দ্বারহাটা গ্রামের প্রসাদ দাসের সাথে বিয়ে হয় আট বছর আগে। সংসারে কোন দিন সেরকম কোন ঝামেলা ছিল না বলে পরিবারের দাবি। গতকাল রাতে বাপের বাড়ি ইলিপুরে আসে পৌষ পার্বন উপলক্ষে। আজ সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি বাড়ির বাগানের ভিতর জাম গাছে পাড়ার এক যুবকের সাথে গৃহবধুর মৃতদেহ ঝুলতে দেখে গ্রামবাসীরা। থানায় খবর দেওয়া হয়। হরিপাল থানার পুলিশ এসে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দু পক্ষের এখনো কোন না অভিযোগ না থাকলেও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করেছে হরিপাল থানার পুলিশ।

মকর স্নান করতে গিয়ে কাঁকসায় অজয় নদীতে জল ডুবে মৃত্যু যুবকের

দুর্গাপুর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : অজয় নদীতে মকর স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল যুবকের। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার সাতকাহানিয়ায়। মৃতের নাম লাল রুইদাস(৩২), বনকাটির রুইদাস পাড়ার বাসিন্দা। ঘটনায় আবার প্রশ্ন উঠেছে অবৈধভাবে বালি উত্তোলনে। ঘটনায় জানা গেছে, এদিন দুপুরে কাঁকসার সাতকাহানিয়া বাঁশতলা ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ছিল লাল রুইদাস। ওইসময় জলের গভীরতা বুঝতে না পারায় তলিয়ে যায়। খবর চাউর হতে স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। ঘন্টা দুয়েক পর তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এদিকে ঘটনার জেরে অবৈধ বালিঘাট নিয়ে সরব হয় এলাকাবাসী। অভিযোগ, মেশিন দ্বারা বালি উত্তোলনে নদীতে বড় বড় খাদ তৈরি হয়েছে। ফলে জলের কারনে গভীরতা বোঝা যায় না। ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল। ২৮শে জানুয়ারি সমাবর্তনে যোগ দেবেন রাজ্যপাল। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজভবনের তরফে চিঠি পাঠিয়ে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হল।

রাজভবন সুত্রে খবর, মঙ্গলবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয় রাজ্যপালকে। সেই চিঠির প্রেক্ষিতেই রাজভবনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। গত সোমবারই বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন সংক্রান্ত ফাইল ফেরত পাঠান রাজ্যপাল। বেশ কিছু ব্যাখ্যা চেয়ে ফাইল ফেরত পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় তরফেও তৎপরতার সঙ্গে আচার্যের ব্যাখ্যার উত্তর দেওয়া হয়। মঙ্গলবারই সেই ফাইল ও ছেড়ে দেন রাজ্যপাল।

গত সোমবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সংক্রান্ত বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপাল জাগদীপ ধনকর ফাইল ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়কে। মূলত তিনি সেনেটের চেয়ারম্যান হওয়া সত্ত্বেও তাকে না জানিয়ে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ডিলিট প্রাপকের নাম ঠিক করা হল, সমাবর্তনের দিন হিসাবে ২৮শে জানুয়ারি কে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল একগুচ্ছ প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল। এই প্রশ্ন তুলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সমাবর্তন সংক্রান্ত ফাইল ফেরত পাঠিয়ে দেন। অবশ্য আচার্যের তোলা ব্যাখ্যার উত্তর দিতে দেরি করেনি বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে উচ্চ শিক্ষা দফতর মারফত চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয় অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিলিট সম্মান দেওয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে গর্বে র। শুধু তাই নয় চিঠিতে এও বলা হয় ২৮শে জানুয়ারি সময়টা অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে পাওয়া গেছে। ওনার সময়টাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ২৮শে জানুয়ারি তে সমাবর্তনের দিন হিসাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে উত্তর পাওয়ার পরপরই রাজ্যপাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন এর ফাইল ছেড়ে দেন।

এরপরই মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সমাবর্তনের সভাপতিত্ব করার জন্য রাজ্যপালকে উচ্চ শিক্ষা দফতর মারফত চিঠি পাঠানো হয়। বুধবারই সেই চিঠির উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন সভাপতিত্ব করবেন বলেও জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এদিকে ২৮ শে জানুয়ারি র সমাবর্তনে উপস্থিত থাকতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রাথমিকভাবে সমাবর্তন নজরুল মঞ্চে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ।

ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য পড়েই বলেছি, নিজের মন্তব্যে অনড় রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): যা বলেছি তা নিয়ে যে কারোর সঙ্গে তর্কে বসতে পারি। ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য পড়েই বলেছি। নিজের 'অর্জুনের তীরে ছিল পরমাণু অস্ত্র' মন্তব্যের প্রসঙ্গে এমনটাই জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

অতএব মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তাতেই অনড় থাকলেন রাজ্যপাল।

বুধবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর জানান, 'ইতিহাস পড়ুন আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানুন আমি ইতিহাসে বিশ্বাস করি রামকে পুরাণের চরিত্র বলা হচ্ছে একদম তা নয় আমরা চার হাজার বছর আগে থেকেই নানা জায়গায় উন্নত তা জানতে হবে।'

পাশাপাশি তার আরো মন্তব্য, 'যা বলেছি তা নিয়ে যে কারো সঙ্গে তর্কে বুঝতে পারি ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পড়ে সে কথা বলেছি।'

মঙ্গলবার ইঞ্জিনিয়ারিং ফেয়ারের একটি অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর জানিয়েছিলেন, 'অর্জুনের তীরে ছিল পরমাণু অস্ত্র। বিংশ শতাব্দি নয় রামায়ণের প্রথম উড়ন্ত যানের ব্যবহার করা হয়েছে।' আর তারপরই তার এই মন্তব্যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। অনেকেই আবার বলছেন এমন ভুল বলাই গেরুয়া শিবিরের পরম্পরা।

তবে এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালের পাশে দাঁড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'রাজ্যপাল অত্যন্ত বিদ্বান মানুষ। তিনি যা বলেছেন ভেবেচিন্তেই বলেছেন।।' একই সাথে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'কোন বিজ্ঞানী কি প্রমাণ পেয়েছেন যে অর্জুনের ত্রি পরমাণু ছিল না? তাহলে প্রমাণ না পেয়ে কিভাবে রাজ্যপালের মন্তব্যকে সমালোচনা করা হচ্ছে?'

ফের রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদে আসীন থাকতে চলেছেন দিলীপ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ফের একবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদে আসীন থাকতে চলেছেন দিলীপ ঘোষ। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ঘোষণা হবে রাজ্য বিজেপির সভাপতির নাম। তখনই ফের একবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি হবেন দিলীপ ঘোষ কারণ ওই পদে তার বিরোধিতা হয় আর কোন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেননি।

এদিন বিজেপির রাজ্য সদর দফতরে দিলীপ ঘোষের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করতে আসেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী বিজেপির পর্যবেক্ষক কিরেন রিজিজু। যদিও আগামীকাল সকাল ১১ টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে মনোনয়নপত্র। কিন্তু ওই পদে যে আর কেউ মনোনয়নপত্র জমা দেবেন না তা কার্যত নিশ্চিত।

এই প্রসঙ্গে এদিন দিলীপ ঘোষ জানান, 'আমার তিন বছর সভাপতি পদে থাকার কথা ছিল কিন্তু আমাকে আরো এক বছর বেশি সুযোগ দিয়েছে। আমি আগেও সভাপতি হতে চাইনি। কিন্তু জিজ্ঞাসা না করে আমার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। আমাকে বিধানসভা এবং লোকসভাতে দাঁড়াতে বলা হয়ে ছিল। মানুষ আমাকে জিতিয়েছে। তাই এবারে ও সভাপতি পদে জিতলে দল যা বলবে জীবনপাত করে দলের নির্দেশ মানবো।' তার গুলি করে মারা প্রসঙ্গে অনড় থেকে আত্মবিশ্বাসী দিলীপ ঘোষ জানান, 'মানুষ সরকারকে ভোট দেয় জীবন সম্পত্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। বাংলায় প্রতিবাদের নামে বহু দোকান লুট করা হয়েছে বাসে বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। তার কতবার নিন্দে করেছেন? আমি যা বলেছি দেশের স্বার্থে। দলের সংগঠন ঠিক ই রয়েছে'।

এদিন কিরেন রিজিজু বলেন, 'আমি কেবল পর্যবেক্ষক। সব নিয়মকানুন মেনে মনোনয়ন জমা দেওয়া হচ্ছে কিনা তা দেখতে এসেছি। ফলাফল কি হবে আগামীকালই জানা যাবে'।

আগামীকাল থেকে বাড়বে তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): আগামীকাল থেকে বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে বলে মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাবে ।

আগামী ২ দিনে প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়বে তাপমাত্রা । আগামী ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলোতে আবহাওয়ার প্রভাব পড়েছে। আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ডুকছে বুধবার। রাজ্যের কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। তবে, বেলা বাড়ার সঙ্গে কুয়াশা কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায় আবার তৈরি হয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। এটির প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলোতে শুরু হয়েছে বৃষ্টি ও তুষারপাত। এর প্রভাবে বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ডে তুষারপাতের সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা । আবার শিলা বৃষ্টি হতে পারে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে ফের বাধা আসতে পারে উত্তর-পশ্চিম ঠান্ডা বাতাসে। এই বাতাস রাজ্যে আসতে বাধা পেলে বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

বৃহস্পতিবার কলকাতার আকাশ থাকবে পরিস্কার। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। বুধবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল সাধারনত পরিস্কার। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন,১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৯ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৩৯ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

'দিল্লির বৈঠকে আমি যাচ্ছি না': ধরনা মঞ্চ সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,১৫ জানুয়ারি (হি.স.):রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে ধরনায় বসেছে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনউ আজ বুধবার ষষ্ঠতম দিনে পরলো ধরনাউবুধবারও ওই ধরনা মঞ্চে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ ধরনা মঞ্চ থেকে ১৭ তারিখ এনপিআর তথা জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি কার্যকর করতে কেন্দ্রের তরফে দিল্লীতে ডাকা বৈঠকে যাবেন না বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় উ

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১৭ তারিখ এনপিআর নিয়ে দিল্লীতে যে বৈঠক ডাকা হয়েছে, তাতে আমি যাচ্ছি না।বাংলা থেকে কোনও সচিব বা আমলাও ওই বৈঠকে যাবেন না ঊএনপিআর নিয়ে দিল্লীর বৈঠকে যাবেনা রাজ্য'উ প্রসঙ্গত,নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন,এনআরসি-র প্রতিবাদে ৯ জানুয়ারি থেকে রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে ধরনায় বসেছে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন

জন্মদিনে বিশেষ সম্মান, চুনী গোস্বামীর নামে প্রকাশিত হল ডাকটিকিট

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশের দ্বিতীয় পুরুষ ক্রীড়াবিদ হিসেবে কিংবদন্তি চুনী গোস্বামীর নামে প্রকাশ হল ডাকটিকিট। আজ ৮২তম জন্মদিনে মুকুটে যোগ হল নয়া পালক। বুধবার জন্মদিনে যোধপুর পার্কের বাড়িয়ে এসে কিংবদন্তির হাতে তাঁরই নামাঙ্কিত ডাকটিকিট তুলে দিলেন ডাকবিভাগের আধিকারিকেরা। স্বভাবতই গোটা ঘটনায় আপ্লুত বর্ষীয়ান ক্রীড়াবিদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে।ভারতীয় ক্রিকেটের মহীরুহ সচিন তেন্ডুলকরের পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পুরুষ ক্রীড়াবিদ হিসেবে এক বিরল কৃতিত্বের অধিকারী করেন বর্ষীয়ান এই ক্রীড়াবিদ। মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর রয়েছে এই অনন্য সম্মান। বাংলার জার্সিতে ৪৬টি প্রথম শ্রেণি ম্যাচ পাশাপাশি ফুটবলার হিসেবে ৫০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে দেশের জার্সি গায়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন চুনী। ক্রীড়াবিদ হিসেবে এমন বর্ণময় জীবন দেশের খেলাধূলার জগতে বিরল। যে কারণে বরাবরই ব্যতিক্রম তিনি। স্বাভাবিকভাবেই দেশের তৃতীয় ক্রীড়াবিদ হিসেবে সুবিমল ওরফে চুনী গোস্বামীর মুকুটে যোগ হওয়া নয়া এই পালক বোধহয় প্রত্যাশিতই ছিল। অবশেষে ৮২তম জন্মদিনে এই সম্মান আলাদা মাত্রা যোগ করল ১৯৬২ এশিয়াডে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়কের জীবনে। স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৩ অর্জুন পুরস্কার, ১৯৮৩ পদ্মশ্রী, ২০০৫ মোহনবাগান রত্ন ধরা দিয়েছে তাঁর অ্যাচিভমেন্টের ক্যাবিনেটে।ডাকটিকিট প্রকাশের ঘটনায় যেন পূর্ণ হল ষোলোআনা।

মেটালিতে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়

লাটাগুড়ি, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলির বিচাভাঙা বনবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হল। মঙ্গলবার গভীর রাতে গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি হাতি হানা দেয় বিচাভাঙ্গা বনবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের অফিস ঘরের দেওয়াল ভেঙে সেখানে থাকা মিড ডে মিলের প্রায় চল্লিশ কেজি চাল, ডাল সবার করে হাতিটি।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মৌসোনা বড়ুয়া জানান, অফিস ঘরের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের আসবাবপএও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সমস্ত বিষয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী জানান, সঠিকভাবে আবেদন করা হলে বিদ্যালয়ের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরগুলি মেরামত করা হতে পারে। প্রসঙ্গত, গত ছয় বছরে এই নিয়ে আটবার বিদ্যালয়টি হাতির হানায় ক্ষতি হয়েছে।

কাঁকসায় নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগ, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

দুর্গাপুর, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার সপ্তাহকাল পার হয়নি। তার আগেই উঠে পড়ছে পিচের আস্তরন। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ। আর তার জেরে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটছে পশ্চিম বর্ধমানের হাটতলা এলাকায়।

প্রসঙ্গত, কাঁকসা হাটতলা সংলগ্ন নন্দীপাড়া থেকে মিরে পাড়া রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহালদশায় ছিল। উঠে গিয়েছিল পিচের স্তর। খানাখন্দে ভর্তি হয়ে যাওয়ায় নাজেহাল ছিল এলাকাবাসী। সম্প্রতি রাস্তাটি জেলা পরিষদ থেকে মেরামতের কাজ শুরু হয়। গত রবিবার থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে শুরু হয়েছে মেরামতের কাজ। অভিযোগ রাস্তা নির্মানের সামগ্রী নিম্নমানের। আর তার জেরে কাজ শেষ হওয়ার দুদিনেই উঠে পড়ছে পীচের স্তর। বিষয়টি নজরে পড়তেই এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে স্থানীয় কাঁকসা বিডিও তে অভিযোগও জানায়। দুদিন আগে রাস্তা নির্মানের কাজ বন্ধ করে দেয় বাসিন্দারা। পরে আশ্বস পেয়ে কাজ চালু হয়।

স্থানীয় মান্টি বাদ্যকর, দোলন বাদ্যকর, শিবরাম গরাই প্রমুখ বাসিন্দারা জানান,' পাথর ও পিচের মিশ্রন দেওয়ার আগে পুরোনো রাস্তা সেভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে না। নির্মান সামগ্রীর মানও ভাল নয়। নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। ফলে রাস্তা তৈরীর দুদিনে উঠে পড়ছে পিচের স্তর। হাত দিয়ে তোলা যাচ্ছে সদ্য নির্মিত পিচ।' বাসিন্দারা বলেন,' নির্মানের সময় এখনই যদি পিচের স্তর উঠে যায়, তাহলে গাড়ী চলাচল ও বর্ষার সময় আরও বেহাল হয়ে পড়বে রাস্তা। তাই আমাদের দাবী, আমরা উন্নয়নে বাধা দিচ্ছি না। সরকারি অর্থ সঠিকভাবে রূপায়ন করে, গুনগত দিক দিয়ে রাস্তা কাজ যেন ভাল হয়।' স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান, ' রাজ্যে বর্তমানে কাটমানির সরকার। শাসকদলের নেতা কর্মীদের কাটমানি দিয়ে নিম্নমানের কাজ করে রেহায় পেয়ে যায় ঠিকাদাররা। ভোগান্তির শিকার হয় সাধারন মানুষ। প্রতিবাদ করলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। এধরনের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সময়তির সদস্য দেবদাস বক্সী অভিযোগ অস্বীকার করে জানান,' সিডুল মেনে কাজ হচ্ছে। বিজেপি অযথা উন্নয়নের বাধা সৃষ্টি করছে। রাজনীতি করছে।' পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সমীর বিশ্বাস জানান, ' অভিযোগ শুনেছি। রাস্তাটি পরিদর্শনেও যাবো। বরাত পাওয়ায় ঠিকা সংস্থাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি। সিডুল মেনে কাজ করতে হবে। সিডুল মেনে কাজ না হলে ঠিকা সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মকরের পূর্ণস্নান করতে গিয়ে সুবর্ণরেখা নদীতে তলিয়ে গেল ৯ বছরের বালক

ঝাড়্গাম, ১৫ জানুয়ারি (হি: স.) : মকরের পূর্ণস্নান করতে গিয়ে সুবর্ণরেখা নদীতে তলিয়ে গেল ৯ বছরের এক বালক। বুধবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের সুবর্ণরেখা নদীর দেউলবাড় ঘাটে।

পুলিশ জানিয়েছে নদীতে তলিয়ে যাওয়া ওই বালকের নাম সুমন মাহাত (৯)। বাড়ি মাণিকপাড়া এলাকার বালিভাষা এলাকায়। বালিভাসা এলাকার বাসিন্দা প্রণব মাহাতো ও তার ছেলে সুমন এবং তার ভাগ্নি ইন্দ্রানীকে নিয়ে রামেশ্বর মন্দির বেড়াতে এসেছিলেন। মন্দিরে এসে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে যান। স্নান করার সময় সুবর্ণরেখা নদী গর্ভে সন্তান ও ভাগ্নি তলিয়ে যায়। তলিয়ে যাওয়ার সময় প্রণব বাবুর চিৎকারে নদীতের স্নান করতে আসা মানুষজনেরা ভাগ্নি ইন্দ্রানী মাহাতোকে উদ্ধার করলেও সুমন কে উদ্ধার করতে পারেনি। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে সাঁকরাইল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং ডুবুরিকে। তবে ডুবুরি আসার আগেই এদিন বেলা ১টা নাগাদ ওই দেউলবাড় এলাকা থেকে স্থানীয় মানুষজনেরা মাছ ধরা জাল দিয়ে সুমনের দেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়্গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। এদিকে বালিভাসা এলাকয় সুমনের মৃত্যুর খবর পৌছানোর পরেই গোটা এলাকা জুড়ে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

১ ফেব্রুয়ারি

● প্রথম পাতার পর

নানান দাবিতে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশন-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন , ফেব্রুয়ারির পর মার্চ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক।

৪ দোষীর

● প্রথম পাতার পর

কাণ্ডের চার দোষী বিনয় শর্মা, মুকেশ কুমার, পবন গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার সিংকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। তার পর হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রাখে। এর পর সুপ্রিম কোর্টে রায় সংশোধনের আর্জিও খারিজ হয়ে যায়। এর মধ্যেই দিল্লির বিশেষ আদালতে নির্ভয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলার প্রেক্ষিতে গত ৭ জানুয়ারি চার জনের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছিল নিম্ন আদালত। আদালত জানিয়েছিল, ২২ জানুয়ারি সকাল সাতটায় তিহাড় জেলে চার দোষীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। অন্যদিকে এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে রায় সংশোধনের আর্জি (কিউরেটিভ পিটিশন) জানিয়েছিল দুই সাজাপ্রাপ্ত বিনয় শর্মা ও মুকেশ কুমার। মঙ্গলবারই সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর পর নিম্ন আদালতের মৃত্যু পরোয়ানার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন মুকেশ কুমারের আইনজীবীরা। এই মামলায় কোনও রায় এখনও দেয়নি দিল্লি হাইকোর্ট। তবে শুনানিতে উচ্চ আদালত জানিয়েছে, আইন অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বা রায়ের পর অন্তত ১৪ দিন সময় দিতে হয় ফাঁসির সাজা কার্যকরের জন্য। সাজাপ্রাপ্তদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করার জন্যই এই সময় দিতে হয়। সেই অনুযায়ীই ২২ জানুয়ারি চার সাজাপ্রাপ্তকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে চলন্ত বাসে ২৩ বছরের নির্ভয়াকে ধর্ষণ ও ভয়াবহ নির্যাতন করেছিল ছয় অভিযুক্ত। ২৯ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে মারা যায় নির্ভয়া। ছ'জনের মধ্যে এক জন অপ্রাপ্তবয়স্ক। তার নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। তৎকালীন আইন মোতাবেক তিন বছর জুভেনাইল হোমে রাখার পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এক অভিযুক্ত রাম সিং জেলেই আত্মহত্যা করেছিল। আর আট দিন বাদে বাকি চার জনের ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তিহার জেলের কর্তৃপক্ষ। হিন্দুস্থান সমাচার/ সঞ্জয়

টাকা সাহায্য

● প্রথম পাতার পর

তদন্তের নির্দেশ দেন এবং এ ঘটনায় দুইজন পুলিশ কর্মীকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। তারপর পরিবারের এক কর্মক্ষম মানুষ হঠাৎ হারিয়ে গেলে পরিবারটি বিপাকে পড়ে যায়। এই কথা চিন্তা করেই মুখ্যমন্ত্রী উনার ত্রাণ তহবিল থেকে তিন লক্ষ টাকার চেক মঞ্জুর করেছেন পরিবারটির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন এলাকার বিধায়ক হিসেবে সর্বদাই আমরা এই পরিবারটির পাশে থাকব।

অভিযুক্ত গ্রেফতার

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছিলেন। পুলিশ এই মামলায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলেও অভিযুক্ত অপর দু'জন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। মঙ্গলবার গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে পূর্ব থানার পুলিশ তাদেরকে গাঙ্গাইল রোড থেকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতরা হল ঋতুরাজ দেব এবং চয়ন ঘোষ। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত চারজনের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন নিহত জয় দত্তের মা এবং বাবা।

ডা. মানিক সাহা

● প্রথম পাতার পর

এগিয়ে চলেছি। এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের নেতৃত্বে বিশ্বের সবচেয়ে দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে বিজেপি। তাঁর কথায়, সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এখন প্রদেশ বিজেপির নতুন সভাপতিও সেই দিশাতেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, আশা প্রকাশ করেন তিনি।

দলের নয়া প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, ২০১৭ সালে বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পর থেকে অনেক গুরুদায়িত্ব পেয়েছি। নিষ্ঠার সাথে সমস্ত দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আশা করি, প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারব, দলকে আরও শক্তিশালী বানাব, বলেন তিনি। এদিকে, আজ তিনি দলের প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়েছেন।

মালিকের

পাচের পাতার পর

উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদিঘী থানার আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙামাটি গ্রামের বাসিন্দা ইসরাইল হকের বাড়ির ছাগল প্রতিবেশী সোয়াবুলের বাড়ির সিমগাছ খেয়ে ফেলে। সোয়াবুলের পরিবার ছাগলটিকে ধরে বেঁধে আটকে রাখে। এরপর ছাগল মালিক ইসরাইল হকের স্ত্রী বিষ্ণু খাতুন ও মেয়ে শুকতারা খাতুন ছাগলটিকে ফেরত আনতে গেলে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ বেধে যায়। অভিযোগ, সোয়াবুলের পরিবার বিষ্ণু খাতুন ও শুকতারা খাতুনের ওপর চড়াও হয়। তাদের ব্যাপক মারধর করে তাদের গলায় ও কানে থাকা সোনার গহনা লুট করে নেয়। অভিযোগ কানের সোনার গহনা টেনে নেওয়ার সময় মায়ের দু''কান ছিড়ে যায়। গুরুতর আহত হন মা বিষ্ণু খাতুন। সোয়াবুলের পরিবারের বিরুদ্ধে করনদিঘী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলেও পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলে অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে করনদিঘি থানা।

১০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছাতে চলেছে তানাজি-দ্য আনসাং ওয়ারিয়র

মুম্বাই, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : নতুন বছরের প্রথম ১০০ কোটির ছবি হতে চলেছে 'তানাজি-দ্য আনসাং ওয়ারিয়র'। রিলিজের পর থেকে ছবির বক্স অফিস কালেকশনের পরিমাণ ৯০.৯৬ কোটি টাকা। টুইট করে তেমনটাই জানিয়েছেন ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ।

গত ১০ জানুয়ারি রিলিজ হয়েছে এই ছবি। তানাজি মালুসরে ছিলেন মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী। তাঁর সাহসিকতার কথা আজও মারাঠিদের মুখে মুখে ঘোরে। এই তানাজি মালুসরের বীরগাথাই দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। আর তানাজি মালুসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অজয় দেবগণ। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীর চরিত্রে রয়েছেন কাজল। এছাড়াও ছবির মূল খলনায়ক উদয়ভানের চরিত্রে রয়েছেন ছোটে নবাব সইফ আলি খান।

বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলছেন, মারাঠা আবেগ জড়িয়ে থাকার কারনেই এমন তরতর করে এগোচ্ছে 'তানাজি'। সঙ্গে রয়েছে কাজল-অজয়ের অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেবল মহারাষ্ট্র নয়, পূর্ব পঞ্জাব, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং বাংলাতেও 'তানাজি'-র ব্যবসার পরিমাণ যথেষ্ট ভাল। রিলিজের দিনে ছবির ব্যবসা ছিল ১৫.১০ কোটি। তার পরেরদিন অর্থাৎ শনিবার 'তানাজি'-র ব্যবসার পরিমাণ ছিল ২০.৫৭ কোটি টাকা। রবিবার ২৬.০৮ কোটি টাকার ব্যবসা করে 'তানাজি'-র প্রথম তিনদিনের বক্স অফিস কালেকশন ছিল ৬১.৭৫ কোটি টাকা। তারপর কেটে গিয়েছে আরও দু'দিন। আর রিলিজের পাঁচদিন পর অজয় দেবগণের ১০০তম ছবির মোট ব্যবসার পরিমাণ ৯০.৯৬ কোটি টাকা।

'তৃণমূলীদের হাতে' আক্রান্ত এসএফআই সমর্থক, অবরোধ প্রতিবাদ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার রাতে রাজারহাট নারায়নপুর এলাকায় এসএফআই সমর্থকদের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক বলে একদল অভিযুক্ত চড়াও হয়। এর প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদসভা হয়। কলেজ স্ট্রিটে অবরোধ ও মিছিলও করে এসএফআই।

অবরোধ কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ সরিয়ে দিলেও যান চলাচল বেশ কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত হয়। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে 'ব্যারিকেড গড়ে তোল' বলে নানা শ্লোগান দেন প্রতিবাদীরা। তাঁদের অভিযোগ, সিপিএম থেকে তৃণমূলে যাওয়া নেতা তাপস চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবারের আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এফআইয়ের তরফে লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, "এনআরসি বিরোধী সভা চলাকালীন তৃণমূলী গুন্ডারা এসএফআইয়ের রাজ্য কমিটির সদস্য শুভজিৎ সরকারের ওপর নৃশংস হামলা চালায়। তৃণমূল মুখে বলছে তারা এনআরসি বিরোধী, কিন্তু বিজেপির সাথে সেটিং করে তাদের বিজেমূলী রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। কমরেডদের প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে গিয়ে, পরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় এলাকার গুন্ডাদের।"

প্রেসিডেন্সির এসএফআই ইউনিটের তরফে বলা হয়, আমাদের ক্যাম্পাসেও যারা অরাজনীতির ভাঁওতা মেরে পরোক্ষ ভাবে তৃণমূলী গান শোনান, বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এই মুহূর্তের একমাত্র বিকল্প তৃণমূল, তাঁরাও দেখে নিন এই হলো তৃণমূল। বিজেপির আরেক রূপ। যারা সমান ভাবে পড়ুয়াদের ওপর নামিয়ে আনছে হামলা, আক্রমণ। এদেরকে চিনে নিন। রুখে দাঁড়ান।" তৃণমূলের তরফে অবশ্য এসএফআইয়ের ওপর আক্রমণের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে।

প্রতি রবিবার ফোর্ট ইউলিয়ামের দরজা খুলে যাবে সাধারণ মানুষের জন্য

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): এবার থেকে প্রতি রবিবার ফোর্ট ইউলিয়ামের দরজা খুলে যাবে সাধারণ মানুষের জন্য। বুধবার সেনা দিবসের দিন এমনটাই ঘোষণা করা হল ফোর্ট ইউলিয়ামের জিওসির তরফে। ফোর্ট ইউলিয়াম থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এবার থেকে প্রতি রবিবার দুর্গের ইস্টার্ন কমান্ডে সাধারণ মানুষের জন্য হবে হেরিটেজ টুর।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কারি এই দুর্গটি আজও একই ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সেনার পূর্ব কামান্ডের জন্য। ১৭৮১ সালে ইংল্যান্ডের রাজার সম্মানে দুর্গটির নামকরণ করা হয় ফোর্ট উইলিয়ম। কালের প্রবাহে এই দুর্গের প্রতিটি ইঁটে লেখা আছে শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের স্বাক্ষী হওয়ার সুযোগই এবার হতে চলেছেন সাধারাণ নাগরিকেরা।

প্রাচ্যে ব্রিটিশরাজের সামরিক শক্তির সবচেয়ে বড় নিদর্শন ছিল এই দুর্গ। এখন পর্যন্ত পূর্বভারতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দুর্গ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে দুটি ফোর্ট উইলিয়ম ছিল। একটি পুরাতন, অন্যটি নতুন। পুরানো দুর্গটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনাকালের তৈরি হয়। দুর্গ প্রাচীরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং তৎসংলগ্ন দেয়ালের নির্মাণ কাজ শুরু করেন স্যার চার্লস আইয়ার। তার উত্তরসূরি জন বিয়ার্ড ১৭০১ সালে উত্তর-পূর্বাংশের দুর্গপ্রাচীর সংযোজন করেন। ১৭০২ সালে তিনি দুর্গের মধ্যভাগে 'ফ্যাক্টরি' (বাণিজ্যকুঠি) বা 'গভর্নমেন্ট হাউস' নির্মাণ শুরু করেন এবং ১৭০৬ সালে তা সম্পন্ন হয়।

বর্তমানে যেখানে জেনারেল পোস্ট অফিস, ইস্টার্ন রেলওয়ে অফিস, কাস্টমস হাউস এবং নিকটবর্তী সরকারি অফিস সমূহ গড়ে উঠেছে সেখানেই ছিল দুর্গের প্রকৃত অবস্থান। কোম্পানির নিরাপত্তা বিধানের জন্য দুর্গটি তৈরি হলেও শুরু থেকেই এর কাঠামোটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ১৭১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স এই মন্তব্য করেন যে, ভবন সমূহের সুউচ্চ শৃঙ্গের কারণে নদীতীর থেকে দুর্গটিকে জমকাল দেখালেও প্রকৃত অর্থে এটি শক্তিশালী নয়। ১৭৫৬ সালে ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর রজার ড্রেক যখন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে কলকাতা আক্রমণে প্ররোচিত করেন তখনই দুর্গের কার্যকারিতার পরীক্ষা হয়ে যায়। নবাব কলকাতা দখল করে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং ১৭৫৬ সালের ১৯ জুন গভর্নর ড্রেক এবং তার সৈন্য সামন্তকে দুর্গ ত্যাগে বাধ্য করেন। এখান থেকেই পুরাতন ফোর্ট-এর ধ্বংসের শুরু। পলাশী উত্তর যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনীতিতে ভাগ্য নিয়ন্তারূপে আবির্ভূত হয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোম্পানি তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে এমন একটি দুর্গের প্রয়োজন অনুভব করে। প্রথমদিকে পুরানো দুর্গটিকেই নতুন করে নির্মাণ ও এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার কথা ভাবে কোম্পানি। কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল বেনজামিন রবিন্স এবং তার মৃত্যুর পর কর্ণেল ফেডারিক স্কট এই নবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন। কিন্তু পলাশী বিপ্লব সবকিছুকে পালটে দেয়। ইংরেজদের বণিক সুলভ ভিক্ষাবৃত্তির দিন তখন নেই। ক্লাইভ সুপারিশ করেন বর্তমান অবস্থানে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করা হোক। তদনুযায়ী ফোর্ট সেন্ট ডেভিড-এর প্রকৌশলী জন ব্রহিয়ের নির্মাণকাজ তদারকি করতে কলকাতায় আসেন। ১৭৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানির বাংলা কর্তৃপক্ষ মি. ব্রহিয়েরকে সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে বলেন। ব্রহিয়ের হিসাব করে দেখেন, দুর্গ নির্মাণে ব্যয় হবে ২১ থেকে ২২ লক্ষ টাকা। কোম্পানির পক্ষ থেকে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অনুমোদিত হয় এবং ব্রহিয়ের-এর তদারকিতে নতুন দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

অচিরে ব্রহিয়ের জালিয়াতির দায়ে গ্রেফতার হন। পরবর্তীকালে প্যারোলে মুক্তি পেলেও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই বিপত্তি সত্ত্বেও নির্মাণকাজ এগিয়ে চলে। ১৭৬১ সালের গোড়ার দিকে বলা হয়, 'প্রবেশপথ ছাড়া প্রায় পুরোটাই সম্পূর্ণ হয়েছে'। ১৭৮০ সাল নাগাদ দুর্গের অধিকাংশ কাজ শেষ হয়ে যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় দুর্গটি ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে। অবশ্য নতুন নতুন প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আরও অনেক কাজে হাত দিতে হয়। প্রায় এক শতাব্দী পর ১৮৬০-এর দশকে দুর্গের দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া হয় এবং তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি চলতে থাকে। আধুনিক দুর্গ নির্মাণের স্বীকৃত নীতিমালার সংগে সংগতি রেখেই ফোর্ট উইলিয়ম নির্মিত হয়।

এটি একটি অষ্টভুজাকৃতি দুর্গ। এর পাঁচ দিক স্থলভাগের দিকে এবং তিন দিক নদীর দিকে প্রসারিত।

শান্তিপুরে তৃণমূলকর্মী খুনে ধৃত ১, বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর

শান্তিপুর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): শান্তিপুরে তৃণমূলকর্মী খুনে ১ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সেই সঙ্গে খুনের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে এফআইআর হয়েছে খোদ শান্তিপুরের বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ মুখ বেঁধে ১০-১৫ জনের একটি দল শান্তিপুরের ব্রহ্মতলা এলাকায় ঢোকে। এলাকায় ঢুকেই শান্তনু মাহাতো নামে এক যুবককে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে তারা। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শান্তনু। এরপরই এলাকায় বোমাবাজি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। নজরে পড়তেই স্থানীয়রা ওই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে শান্তিপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়। পথেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

মঙ্গলবার ব্রহ্মতলা বাজারে এই খুনকে কেন্দ্র করে শান্তিপুরে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিরোধ যেমন তীব্র হয়েছে তেমনই দলীয় বিধায়কের নাম খুনের সঙ্গে জড়ানোর অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। ফের সামনে চলে এসেছে পুর প্রধান অজয় দে এবং বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্যের দীর্ঘদিনের পুরনো লড়াইয়ের প্রসঙ্গ। শান্তনু মাহাতো ওরফে গনা নামে যে যুবক খুন হয়েছে সে শান্তিপুরের পুরপ্রধান অজয় দের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। এবং এই ঘটনার পিছনে শান্তিপুরের বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্যের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও অরিন্দমবাবু এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এবং তৃণমূলের নেতারা আপ্রাণ প্রকাশ্যে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এই খুনের সঙ্গে অজয়-অরিন্দম সংঘাতের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে মঙ্গলবার রাতে অরিন্দমের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়ায় তৃণমূল যথেষ্ট চাপে পড়েছে বলে দলীয় সূত্রের খবর।

মৃতের স্ত্রী অভিযোগ করেন পরিকল্পনামাফিক খুনের আগে ওই এলাকার সিসিটিভিও নষ্ট করে দেয় অভিযুক্তরা। যদিও প্রথম থেকেই নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করেছেন বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্য। এই খুনের ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবেই রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই। ব্যক্তিগত কারণে খুন হয়ে থাকতে পারে বলেই তাঁর দাবি। এমনকী ওই যুবক যে তৃণমূলের কর্মী তাও মানতে নারাজ বিধায়ক। তিনি সাফ জানিয়েছেন, তাঁর দলে কোনও দুষ্কৃতীর জায়গা হয় না। তাই কোনওভাবেই এই খুনের সঙ্গে তাঁর দলের কর্মীদের কোনও যোগ নেই। সেইসঙ্গে পর্যাপ্ত তদন্তেরও দাবি জানান তিনি।

নিহতের স্ত্রী ঝুম্পা মাহাতোর অভিযোগ, 'এই ঘটনায় ১০০ শতাংশ অরিন্দম জড়িত। আমরা অজয় দের সঙ্গে তৃণমূল করি। অরিন্দম ভট্টাচার্য তা চাইতেন না। তিনি আমার স্বামীকে নিজের দলে টানতে নানা ভাবে চাপ দিতেন। তাতেও কাজ না হওয়ায় মিথ্যে মামলায় জেল খাটিয়েছেন। এই গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই খুন হতে হল আমার স্বামীকে।

তৃণমূলের জেলা পর্যবেক্ষক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, 'এই ধরণের খুনখারাপি আমাদের দল কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবে না। গোষ্ঠী কোন্দলের কোনও তথ্য আমার কাছে নেই। আমরা পুলিশকে বলে দিয়েছি এই ঘটনার সঙ্গে যেই যুক্ত থাকুক না কেন তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। তা তিনি যে দলেরই হোন না কেন।' রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার ভিএসআর অনন্তনাগ বলেন, 'তদন্তে যা উঠে আসবে সেই মতো পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

পুলিশ সূত্রের খবর, শান্তনু ওরফে গনা বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল। তার বিরুদ্ধে শান্তিপুর থানায় একাধিক অভিযোগও আছে। মাস কয়েক আগে পুলিশ তাকে মাদাক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করে। এর পিছনেও অরিন্দম ভট্টাচার্যের ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ। সম্প্রতি সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ব্রহ্মতলা বাজারে জুয়ার ঠেক চালাতে থাকে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, দিন দু'য়েক আগে শান্তিপুরে একটা ক্রিকেট ম্যাচের ফাইনাল ছিল। সেখানে অমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন অরিন্দম ভট্টাচার্য। তাঁকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার সময় ধাক্কাধাক্কি হয়। তা নিয়ে নিহত গনার সঙ্গে ঝামেলা হয় বিধায়ক ঘনিষ্ঠদের। অনেকের দাবি, তারই জেরে এই খুন। অভিযোগ উঠেছে, খুনের ঘটনার ঘণ্টা দু'য়েক আগে বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্যকে গাড়ি নিয়ে ওই এলাকায় ঘুরতে দেখা গিয়েছে। ঘটনার সময় কাছাকাছি এলাকায় ছিলেন অরিন্দম ভট্টাচার্য। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বেলা দেড়টা নাগাদ মুখে কাপড় ঢেকে বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী জুয়ার ঠেকে ঢুকে শান্তনু ওরফে গনাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। মুহূর্তে এলাকার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা নিরাপদে পালিয়েও যায়। পরে পুলিশ গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় গনাকে উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করে হয়। কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়।

অরিন্দম ভট্টাচার্যর দাবি, 'আমি ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। ফোনে খবর পাই, বাজারের ভিতরে গোলমাল হচ্ছে। বিষয়টি দেখতে এলাকায় যাই। তবে গাড়ি থেকে নামতে পারিনি। তার আগেই স্থানীয় মানুষ আমাকে এলাকা থেকে চলে যেতে বলেন। আমি চলে আসি।' তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা দলের সকলে এক সঙ্গে আছি। যাঁরা এ সব বলছেন তাঁরা আসলে দলের কেউ নন।' পুরপ্রধান অজয় দে অবশ্য বলেছেন, 'কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা শহরের মানুষ ভাল করেই জানে। পুলিশও জানে। আমরা চাই, পুলিশ তদন্ত করে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক। নিহত যুবক তৃণমূলের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তাঁকে এ ভাবে খুন করাটা শহরের মানুষ ভাল চোখে দেখছেন না।'

ব্যাঙ্ক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার ৪

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): ভুয়ো ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট জমা দিয়ে ৪০ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি। সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গেই প্রতারণা করার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। গ্রেফতর করা হয়েছে ৪ জনকে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর সংখ্যক ভুয়ো ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ও কিষাণ বিকাশপত্র। ঘটনায় ডাকবিভাগ কিংবা ব্যাঙ্কের কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গোয়েন্দাদের ধারণা, জালিয়াতি চক্রের পিছনে কোন ব্যাঙ্ক কর্মী অথবা ডাক বিভাগের কর্মীর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম প্রশান্ত মণ্ডল, নবকুমার মিথিয়া, প্রদীপ চক্রবর্তী ও কৌশিক রায়চৌধুরী। ২০১৭ সালে যোধপুর পার্কের জয়পুর অ্যান্ড বিকানির ব্যাঙ্কের শাখায় ঋণের অনুমোদন হয় । মুদির দোকান আধুনিক করার নাম করে তারা ৬০টি ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট জমা দেয় তারা। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার বাসিন্দা প্রশান্ত মণ্ডল ৬০ টি ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট দেখান। প্রতিটির মূল্য এক লাখ টাকা। অর্থাৎ ৬০ লাখ টাকা জমা করতে চেয়ে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ৪০ লাখ টাকা ঋণ করেছিল প্রশান্ত। ঋণ পাওয়ার পর থেকেই বেপাত্তা হয়ে যায় সে।

২০১৮ সালে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের জওহরলাল নেহেরু রোডের শাখায় যায় চার অভিযুক্ত। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট জমা দেয়। প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ টাকা। ওই শংসাপত্রের বদলে মোট ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ নেয় তারা। কিন্তু প্রায় বছরখানেক কেটে যাওয়ার পরও ঋণের টাকা মেটায়নি তারা। এর মধ্যে বদলি হয়ে নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ওই শাখায় আসেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ খোঁজখবর নিতে শুরু করে। ম্যানেজারের প্রচেষ্টায় ওই শংসাপত্রগুলো যাচাই ও পরীক্ষা করা হয়। তখনই দেখা যায় যে, সেগুলো জাল। অথচ যখন এই শংসাপত্রগুলো যাচাই করা হয়েছিল তখন সেগুলি আসল বলেই রিপোর্ট এসেছিল ব্যাঙ্কের কাছে। ফলে এর পিছনে জালিয়াতি চক্র রয়েছে সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন ব্যাঙ্ক আধিকারিকরা। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ দায়ের করেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জোনাল অফিসের ডিভিশনাল ম্যানেজার সুদীপ কুমার চৌবে। তদন্ত শুরু করেন লালবাজারের গোয়েন্দারা।

খেলা

এক ফ্রেমে সৌরভ-স্টিভ, নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনলেন ক্রিকেটের দুই মহারথী

সালটা ২০০১। ইডেন গার্ডেন্সে ব্যাগি গ্রিন ব্লেজার গায়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক স্টিভ ওয়। বেশ কিছুক্ষণ পরে মাঠে টস করতে নামলেন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই টেস্টেই স্টিভের অস্ট্রেলিয়ার ১৬ টেস্ট জয়ের অশ্বমেধ ঘোড়াকে থামিয়ে দিয়েছিল সৌরভের ভারত। তিন বছর বাদে সিডনির মাঠে যখন জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলছেন স্টিভ, তখনও বিপক্ষ অধিনায়কের নাম সৌরভ। সেই সৌরভ ও স্টিভকে ফের একবার একসঙ্গে দেখা গেল। তবে প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়। একসঙ্গে বসে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখলেন দু''জনে। বেশ খানিকক্ষণ আড্ডাও দিলেন দু''জনে। নিজেদের সাক্ষাতের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন সৌরভ। সেখানে তিনি লেখেন, ''এই মানুষটার সঙ্গে অক লড়াই করেছি। অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে।'' এই ছবি শেয়ার করার পরেই সৌরভের দলের অন্যতম অস্ত্র তথা ইডেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর অন্যতম প্রধান কারিগর হরভজন সিং লেখেন, ''লেজেন্ডস''।এই ছবি শেয়ার করার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় কমেন্টের বন্যা। কেউ বলেন, ক্রিকেটের অন্যতম দুই সেরা অধিনায়ক একসঙ্গে। কেউ আবার বলেন, আপনাদের জন্যই খেলাটা দেখতে এত ভাল লাগত। অনেকে কমেন্ট করেন, ক্রিকেটের অন্যতম সেরা দুই জেন্টেলম্যান। আলাদা করে সৌরভের প্রশংসাও করেন অনেকে। কেউ আবার ওয়াংখেড়েতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিরাটদের লজ্জার হারের পর সৌরভকে কিছু করার আবেদনও করেন। সৌরভ বর্তমানে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। খেলা ছাড়ার পরেও সৌরভ ও স্টিভের সম্পর্ক খুবই ভাল। মাঠে তাঁরা যেমন কঠিন প্রতিপক্ষ ছিলেন, মাঠের বাইরে ততটাই ভাল বন্ধু। স্টিভ অবশ্য মাঝেমধ্যেই ভারতে আসেন। সৌরভের সঙ্গে এর আগেও দেখা হয়েছে তাঁর। কলকাতায় এনজিওর কাজে অনেকবার এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। তবে সৌরভ বিসিসিআইয়ের মসনদে বসার পর এই প্রথম ভারতে এলেন তিনি। ফের সাক্ষাত হল দুই কিংবদন্তীর।

"ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার" রোহিত, কোহলি জিতেছেন "স্পিরিট অফ ক্রিকেট" পুরস্কার

২০১৯ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান করা রোহিত শর্মা বুধবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল এর বিচারে 'ওয়ানডে ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার' হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। রোহিত শর্মা গত বছর একদিনের ক্রিকেটে মোট সাতটি সেঞ্চুরি করেছেন, যার মধ্যে পাঁচটি ২০১৯ বিশ্বকাপে এসেছিল।ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে দর্শকদের প্রতি ইশারার জন্য 'স্পিরিট অফ ক্রিকেট' পুরস্কার জিতলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে বিরাট কোহলি অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের জন্য উল্লাস করতে দর্শকদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।আরও পড়ুন : লজ্জাজনক হার ভারতের, ওয়াংখেড়েতে ১০ উইকেটে জিতল অজিরাটেস্ট ক্রিকেটে স্বপ্নের ফর্মে থাকা অস্ট্রেলিয়ার মার্নুস লাবুশানকে বছরের সেরা 'উদীয়মান পুরুষ ক্রিকেটার' নির্বাচিত করা হয়েছে। মার্নুস লাবুশান তার দেশের হয়ে ১১ ম্যাচে ১১০৪ রান করেছেন।ইংল্যান্ডের ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ জয়ের মূল ভূমিকা পালন করা বেন স্টোকস বছরের সেরা খেলোয়াড় হয়ে 'স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি' জিতেছেন।গত মরসুমে টেস্ট ক্রিকেটে ৫৯ উইকেট নেওয়া প্যাট কামিন্সকে আইসিসি 'বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার' হিসেবে ঘোষণা করেছে।হ্যাটট্রিক সহ বাংলাদেশের বিপক্ষে সাত রানে ছয় উইকেট নেওয়ার জন্য 'টি-টোয়েন্টি পারফরম্যান্স অফ দ্য ইয়ার' পুরস্কার পেয়েছেন ভারতের দীপক চাহার।ইংল্যান্ডের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ 'আইসিসি আম্পায়ার অফ দ্য ইয়ার' পুরস্কার অর্জন করেছেন।স্কটল্যান্ডের কাইল কোয়েতজার, যার ২০১৯ সালের গড় ৪৮.৮৮, তিনি বছরের সেরা সহযোগী ক্রিকেটারের পুরস্কার অর্জন করেছেন।

অভিনব চুলের ছাঁট কোহলির অনুরাগীর

মুম্বই: ক্রিকেট বিশ্বে বিরাট কোহলির জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। শুধু ভারতই নয়, সারা বিশ্বজুড়েই রয়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। মাঠে বা মাঠের বাইরে পছন্দের খেলোয়াড়কে সমর্থনের জন্য বিভিন্ন উপায় খুঁজে নেন অনুরাগীরা। এবার ভারতীয় দলের অধিনায়ক কোহলির এক অনুরাগী নজর কাড়লেন মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলা হয়।এবার ভারতীয় দলের অধিনায়ক কোহলির এক অনুরাগী নজর কাড়লেন মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলা হয়।
এরইমধ্যে চিরাগ খিলারে নামে কোহলির এক অনুরাগীর চুলের কাটিং সবার নজর কেড়ে নিয়েছে।
মাথার পিছনের দিকে তাঁর চুলের ছাঁট এমনই, যাতে কোহলির মুখাবয়ব ফুটে উঠেছে।চিরাগ ট্যুইটারে তাঁর এই অভিনব হেয়ার কাটিংয়ের ছবি শেয়ার করেছেন। চিরাগ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের সমস্ত ম্যাচে আমি কোহলিকে অনুসরণ করি। অনূর্দ ১৯ দলের অধিনায়ক হওয়ার পর থেকেই আমি কোহলির ফ্যান।চিরাগ বলেছেন, তাঁর হেয়ার ট্যাটু করতে প্রায় ছয় থেকে আট ঘন্টা সময় লাগে। কোহলিকে দেখতে তিনি প্রত্যেকটি ম্যাচেই হাজির থাকতে চান তিনি। চিরাগ জানিয়েছেন, কোহলিকে বেশ কয়েকবার দেখেছেন। কিন্তু কোনওদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। দেখা হলে কোহলির পা ছুঁয়ে প্রণাম ও তাঁকে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলতে চান তিনি।

ভারতের অসহায় আত্মসমর্পণের পর বিরাটের এই ভুল ধরিয়ে দিলেন ওয়া

মুম্বইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে ভারতের হার। বুমরাহ থেকে শামি, শার্দুল থেকে কুলদীপের এমন অসহায় আত্মসমর্পণের পর, অজিদের বিরুদ্ধে এই ধাক্কা নিয়ে জোর সমালোচনা শুরু হয়েছে। ব্যাটে ব্যর্থ হওয়ার পর বল হাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারত। অন্যদিকে চার নম্বরে বিরাটের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন অব্যাহত। স্পিনার জাম্পার বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের সময় সহজতম ক্যাচ দিয়ে ১৬ রানের মাথায় সাজঘরে ফেরেন বিরাট। বিরাটের এই আউট নিয়েই এবার মুখ খুললেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ ওয়া।যা যা বললেনস্টিভ ওয়া বলেছেন, ''অজি স্পিনার জাম্পার ক্ষমতাকে অসম্মান করে বিরাট ডুবল।বোলার হিসেবে জাম্পাকে কোহলির আরও বেশি সমীহ করা উচিত ছিল।
এর আগেও বিরাট জাম্পার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে আউট হয়েছে। এবারও হল। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাটকে জাম্পা ৬ বার আউট করল। ''ওডিআইয়ে স্পিনারদের মধে জাম্পার বিরুদ্ধে বিরাট সবচেয়ে বেশি বার আউট পরিসংখ্যান বলছে, স্পিনারদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পার বিরুদ্ধে বিরাট ৪ বার আউট হয়েছেন। এছাড়া শ্রীলঙ্কার স্পিনার সুরাজ রণডীভ ও ইংল্যান্ডের গ্রেম সোয়ানের বিরুদ্ধে বিরাট ওডিআইয়ে চার বার আউট হয়েছেন।ম্যাচ হারের পর বিরাট যা বলেছেনপ্রসঙ্গত ম্যাচে হারের পর বিরাট বলেছেন, ''মুম্বইয়ে অস্ট্রেলিয়া সব বিভাগেই ভারতকে ছাপিয়ে যায়।আমাদের ব্যাটিং-বোলিং পারফর্ম্যান্স একেবারেই খারাপ। নিজেদের আত্মসমালোচনা করে কামব্যাক করতে হবে।'' নিজের চার নম্বরে বাটিং করতে আসা নিয়েও বিরাট পুর্নবিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের প্রথম রাউন্ডেই হার গতবারের চ্যাম্পিয়ন সাইনার

ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেলেন ভারতের তারকা শাটলার সাইনা নেহওয়ালতিনি আবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন ছিলেনজাপানের সায়াকা তাকাহাসির কাছে লড়াই করে হার মানেন সাইনামহানগর ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেলেন ভারতের তারকা শাটলার সাইনা নেহওয়াল। তিনি আবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। জাপানের সায়াকা তাকাহাসির কাছে লড়াই করে হার মানেন সাইনা। ৫০ মিনিটের ম্যাচের ফলাফল ২১-১৯, ১৩-২১, ৫-২১।প্রসঙ্গত চলতি বছরে এই নিয়ে পরপর দুটি টুর্নামেন্টের প্রথম দিকেই হেরে গেলেন সাইনা। কয়েকদিন আগেই মালয়েশিয়া ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্যারোলিন মারিনের কাছে স্ট্রেট গেমে হারেছিলেন ভারতীয় তারকা। ৩০ মিনিটের খেলার ফল ছিল ৮-২১, ৭-২১।অন্যদিকে, ছেলেদের বিভাগে হেরে গিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্তও। ইন্দোনেশিয়ারই হিরেন রুস্তাভিতোর কাছে হারেন তিনি। খেলার ফল ২১-১৮, ১২-২১, ১৪-২১। ম্যাচটি চলে এক ঘণ্টা আট মিনিট।ছেলেদের আরেকটি ম্যাচে হেরে গিয়েছেন সৌরভ ভার্মাও। চিনের লু গুয়াংঝুর কাছে হারেন তিনি। প্রথম গেম ২১-১৭ ব্যবধানে হারার পর পরের দুটি গেম ১৫-২১, ১০-২১ ব্যবধানে হেরে যান তিনি।

খেলো ইণ্ডিয়াঃ ত্রিপুরা উত্তরপূর্ব রাজ্যের মধ্যে শীর্ষস্থানে

মহারাষ্ট্র জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষে থাকলেও ত্রিপুরা রবিবারের মতো তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুব ক্রীড়া উতসবে-২০২০ এর পদক তালিকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের তালিকার শীর্ষে রয়েছে।সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে সেরা রাজ্য হলো ত্রিপুরা।এ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র লাভ করেছে ৩৮ টি পদক। ১২ টি স্বর্ণপদক, ১০টি রুপো, ১৬টি ব্রোঞ্জ।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে ৫ টি পদক ঝুলিতে নিয়ে ত্রিপুরা। ৪টি মোট সোনা জয় রাজ্যের এবং ১ টি রূপা।ভারতবর্ষের জিমনাষ্টিকের মক্কা হলো ত্রিপুরা।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ, বললেন সচিনও চার নম্বরে ব্যাটিং উপভোগ করতেন না

মুম্বই : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে-তে লজ্জাজনক হারের মধ্যেই ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির দিকে ধেয়ে এল বাউন্সার। আর সেই বাউন্সার করলেন নিজের দেশেরই প্রাক্তন তারকা ভিভিএস লক্ষ্মণ। বিরাটের চার নম্বরে ব্যাট করতে নামা নিয়ে যিনি ক্ষুব্ধ। লক্ষ্মণের মতে, দলের সেরা ব্যাটসম্যানের উচিত সবচেয়ে বেশি বল খেলার সুযোগ তৈরি করা এবং চার নম্বরে ব্যাট করলে সেটা কখনওই সম্ভব নয়।ম্যাচের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে লক্ষ্মণ বলেন, ''এই স্ট্র্যাটেজি (চার নম্বরে ব্যাট করার) সফল হবে বলে মনে হয় না।'' লক্ষ্মণ তুলে আনেন সচিন তেন্ডুলকরের প্রসঙ্গ। বলেন, ''বিশ্বের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার সচিন। তবে ও কখনওই চার নম্বরে ব্যাট করা উপভোগ করত না।''নিজের মতের স্বপক্ষে লক্ষ্মণের যুক্তি, ''যে কেউ চাইবে দলের সেরা ব্যাটসম্যান সবচেয়ে বেশি ডেলিভারি খেলুক, ম্যাচের রাশ হাতে তুলে নিক এবং ম্যাচ শেষ করে আসুক। বিশেষ করে বিশ্বমানের বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে। এই অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোনও জায়গা নেই।'' লক্ষ্মণ যোগ করেছেন, ''আমি জানি কেএল রাহুলকে ফর্মের জন্য এবং শিখর ধবনকে অভিজ্ঞতার জন্য খেলাতে চাইবে যে কেউই। তবে ওয়ান ডে-তে রাহুলকে চার নম্বরে খেলানো উচিত। বিরাট কোহলিকে তিনে ব্যাট করতে হবে আর ম্যাচের গতিপথ সাজিয়ে দিতে হবে, ইনিংসের শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে।''লক্ষ্মণের সঙ্গে ধারাভাষ্য দেওয়া ম্যাথু হেডেনও কোহলির নিজের তিন নম্বর ব্যাটিং পজিশন ছেড়ে চারে ব্যাট করতে আসার সমালোচনা করেছেন। কোহলি নিজে বলেছেন, ''আগেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে কেএল যে ছন্দে ব্যাট করছে। ওকে প্রথম একাদশে জায়গা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে আমি চার নম্বরে ব্যাট করায় দলের সুবিধা হয়নি। এটা নিয়ে আবার ভাবতে হবে। তবে অন্যান্যদের সুযোগও দিতে হবে। একটা ম্যাচের ফল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লে চলবে না। আমার মনে হয় পরীক্ষী-নিরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া উচিত।''

ভাগ্যের পরিহাস ! বিশ্বকাপের দ্রুততম গোলদাতা এখন ট্যাক্সি চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন : একেই কি বলে ভাগ্যের পরিহাস ! ফুটবল বিশ্বকাপের দ্রুততম গোলদাতা তিনি। তবে এখন সেই তিনিই কি না ট্যাক্সি ড্রাইভার। ২০০২ বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ শুরুর মাত্র ১০.৮ সেকেন্ডে ফ্রি-কিক থেকে গোল করেছিলেন। তুরস্কের হাকান সুকুরের কথা ফুটবলপ্রেমীদের মনে আছে নিশ্চয়ই। তার পর তুরস্কের মানুষ তাঁকে মাথায় তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যে রয়েছেন। ট্যাক্সি চালানোর মাঝে তিনি বই বিক্রিও করেন।২০১১ সালে তুরস্কের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল একেপি পার্টিতে যোগ দেন তিনি। এর পর থেকেই যেন তাঁর জীবনে সমস্যা নেমে আসে। হারাতে থাকেন জনগণের সমর্থন। ২০১৬ সালে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার শুরু করে তুরস্ক সরকার। বাজেয়াপ্ত করা হয় তার সমস্ত সম্পত্তি, বাস্তুচ্যুত করা হয় দেশ থেকে। গ্রেপ্তার হন তাঁর বৃদ্ধ বাবা। এর পরই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে আসেন সুকুর।ধোনির মতো ''ফিনিশার'' হতে চান এই অজি ব্যাটসম্যানএর পরই সুকুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেঁচে থাকার জন্য ট্যাক্সি চালাতে শুরু করেন। ট্যাক্সি চালানোর মাঝে তিনি আবার বই বিক্রি করেন। পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এমনকী সুকুরকে সাহায্য করলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অন্য লোকজনকে। এখন সুকুর কারও কাছে নিজের পরিচয়ও দেন না। তাই অনেকেই জানতে পারেন না, তিনি বিশ্বকাপের দ্রুততম গোল করা একজন।

আর্চারের উদ্দেশে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য, দর্শকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড

উদাহরণ সৃষ্টি করল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। খেলার মাঠে যে কোনো ভাবেই বর্ণবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না সেটা বুঝিয়ে দিল তারা।ইংল্যান্ডের পেসার জোফ্রা আর্চারকে উদ্দেশ করে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা এক ক্রিকেটভক্তের ওপরে দু'' বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করল সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড। আগামী দু'' বছর তিনি নিউজিল্যান্ডে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বা ঘরোয়া ক্রিকেট ম্যাচ দেখার জন্য স্টেডিয়ামে ঢুকতে পারবেন না।গত বছর নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের মাউন্ট মাঙ্গুনুইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ চলছিল আয়োজক দেশের। সেই ম্যাচ চলাকালীন বর্ণবিদ্বেষের শিকার হন আর্চার। খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ক্রিকেটমহলে।নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন আর্চারের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা চান। ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দেওয়া হয় নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও। এর পর ওই সংশ্লিষ্ট দর্শকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করল কিউয়ি বোর্ড।উল্লেখ্য, অন্যান্য দেশেও এই ধরনের বর্ণবিদ্বেষমূলক আচরণ দেখা যায় দর্শকদের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়াতে তো এ রকম ঘটনা আকছার ঘটে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের মতো পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত আর কোনো ক্রিকেট বোর্ড করেনি।

পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে পন্থকে দলের সঙ্গে গেলেন না রাজকোট

ওয়াংখেড়েতে শুধু ব্যাট করেছিলেন। কিপিং করতে পারেননি। ব্যাট করার সময়ে প্যাট কামিন্সের ডেলিভারিতে মাথায় আঘাত পান ঋষভ পন্থ। মাথায় চোট পাওয়ায় কিপিং করতে আর পারেননি তিনি।পন্থ না নামায় লোকেশ রাহুল উইকেটের পিছনে দাঁড়ান।
পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে পন্থকে। সেই কারণে বুধবার দলের সঙ্গে রাজকোটে যাননি তরুণ উইকেট কিপার। পন্থ না গেলেও ভারতীয় দল উড়ে গিয়েছে রাজকোটে। বোর্ড সূত্রের খবর, পন্থ দলের সঙ্গে পরে যোগ দেবেন। যদিও দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তিনি নামতে পারবেন না তা বলা হয়নি কোথাও। তবে পন্থকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হচ্ছে। তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখা হচ্ছে।অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য অতিরিক্ত এক জন উইকেট কিপার রাখা হয়নি স্কোয়াডে। পন্থ সুস্থ হয়ে না উঠলে সঞ্জু স্যামসনকে ডাকা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।
বর্ষসেরা রোহিত, আইসিসি-র বিশেষ সম্মান কোহালিকেপ্রথম ওয়ানডে-তে ব্যাট করার সময়ে কামিন্সের দ্রুতগতির ডেলিভারি ধেয়ে আসে পন্থের দিকে। টাইমিং করতে পারেননি তিনি। বল পন্থের ব্যাটে লেগে হেলমেটে আছড়ে পড়ে।
সেই বল তালুবন্দি করেন টার্নার। ভারতের ফিল্ডিং করার সময়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, মাথায় আঘাত লাগার জন্য কিপিং করতে নামেননি পন্থ। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচটাই হারতে হয়েছে ভারতকে। ব্যাটিং নিয়ে তেতো প্রশ্ন গিলতে হয়েছে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালিকে। এরকম পরিস্থিতিতে পন্থের চোট অস্বস্তি বাড়াল ভারতীয় দলে।

PNIe-T No. 05/EE/DWS/KD/2019-20 Dt. 09/01/2020

1.DNIe-T No.45/EE/DWS/KD/2019-20
2.DNIe-T No.46/EE/DWS/KD/2019-20
3.DN1e-T No.47/EE/DWS/KD/2019-20
4.DNIe-T No.48/EE/DWS/KD/2019-20
5.DNIe-T No.51/EE/DWS/KD/2019-20
6.DNIe-T No.52/EE/DWS/KD/2019-20
7.DNIe-T No.54/EE/DWS/KD/2019-20
8.DNIe-T No.57/EE/DWS/KD/2019-20
9. DNIe-T No.58/EE/DWS/KD/2019-20

Period of downloading of biding documents at :- 13/ 01/2020 to 03/02/2020
Deadline for online Bidding:- 03/02/2020 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid 05/02/2020 to 16.00 Hours
Place of opening of Bid(s) :- O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www.tripuratenders.gov.in
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-2210/2019-20

**Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura.**

PNIT NO: ePT241EE/RD/KCP/DIV/2019-20 Dt. 10/01/2020

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites percentage rate open tender (2-BID) for 02 (Two) No. of construction projects from eligible bidders up to 5.00 PM of 2110112020. For detailed information kindly visit https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be made available at the website only.

ICA/C-2206/2019-20

**(Er. A. Jamatia)
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura**

No. 745(A)/TSR-6/Cond./MT/2018/ Dated, the January, 2020.
SUBJECT: - NOTICE FOR INVITING SEALED TENDERS FOR SALE OF CONDEMNED VEHICLES IN RESPECT OF 6 BN TSR(ONGC).

Sealed tenders are hereby invited on behalf of Governor of Tripura by the undersigned from bonafide Indian Citizen(s)/ Registered Firm(s)/Dealer (s) for sale of the under mentioned condemned vehicles of 6 Bn TSR (ONGC).

Sl. No.	Registration No. of vehicles	Type of vehicles	Location of vehicles
1.	TR-01C-1140	M/Gypsy (MG-413 W)	Tac Headquarter, Siddhi Ashram, Agartala, 6 Bn TSR (ONGC),
2.	TR-01C-1141	WGypsy (MG-413 W)	-do-
3.	TR-01C-1145	M/Gypsy (MG-413 W)	-do-
4.	TR-01F-1713	TATA-407	-do-
5.	TR-01C-1174	TATA-1510	-do-

2. The last date of dropping the tender is on 28.01.2020 at 1600 hrs. The intending Person(s)/Firm(s)/Dealer(s) or their representative may collect details of tender from MT Office of 6 Bn TSR (ONGC), Ramchandraghat, Khowai Tripura on free of cost and may also inspect the condemned vehicles in the MT compound at Tac Headquarter Siddhi Ashram, Agartala of 6 Bn Tripura State Rifles (ONGC), from 1000 hrs to 1600 hrs on any working days up to 27.01.2020.

ICA/C-2200/2019-20

**(jitendra Debbarma, IPS)
Commandant
6 Bn Tripura State Rifles (ONGC)**

জাগরণ 16 January, 2020, Thursday আগরতলা ১৬ জানুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ১ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভারতকে জানো শীর্ষক আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সকাল এগারোটায় ডিমাপুরে মিলেনিয়াম মার্কেটের সন্নিকটে দুর্গাবাড়ি অডিটোরিয়ামে ভারত বিকাশ পরিষদ উত্তর পূর্ব এর উদ্যোগে ভারতকে জানো এর ওপর দলগত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১২ জানুয়ারী। আগামী ১৯ জানুয়ারী ২০২০ ভুবনেশ্বর জাতীয় স্তরে অনুষ্ঠিতব্য প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি হিবেসে। প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে আমন্ত্রিত বক্তাগণ বিবেকানন্দের জীবনও রচনার ওপর বিদগ্ধ আলোচনা করেন। প্রতিযোগিতায় বড়োদলে প্রথম স্থঅন এবং ছোটদলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ত্রিপুরা প্রান্ত। বড়োদলে আছে শিশু বিহার স্কুলের ছাত্র অভিরাজ পাল ও উদয় শঙ্কর পাল এবং ছোটোদল আছে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, আগারতলা এর ছাত্র জ্যোতিরানন্দগ চন্দ্র ও আদিত্য দেব রায়। উভয় বিজয়ী দল জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা প্রান্তের প্রতিনিধিত্ব করেন ত্রিপুরা প্রান্তের জাতীয় সম্পাদক ধীরেন্দ্র কলই এবং আগরতলা শাখার সদস্য দেবাশিস দেব।

জম্মু ও কাশ্মীরে আংশিক ইন্টারনেট পরিষেবা

শ্রীনগর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বুধবার থেকে আংশিক ভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হল জম্মু ও কাশ্মীরে।

মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয় যে ২জি পোস্টপেইড মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরায় চালু করা হবে ১৫ জানুয়ারি বুধবার থেকে। জম্মু অঞ্চলের জম্মু, কাঠুয়া, সাম্ভা, উধবপুর, রিয়াসির বাসিন্দারা এই সুবিধা পাবে।

অন্যদিকে কাশ্মীর একাধিক কিয়স্কের মাধ্যমে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। তার জন্য ৪০০টি ইন্টারনেট কিয়স্ক থাকবে। কিন্তু শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার করা হবে। কাশ্মীরের সমস্ত সরকারি দফতর, পর্যটকদের জন্য হোটেল, পড়ুয়ারা এর আওতায় পড়বে। ব্রডবেণ্ডের মাধ্যমে এই পরিষেবা দেওয়া হবে।

গৌতম কুন্ডুর দুটি মোবাইল এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে সিবিআই

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): অর্থলগ্নি সংস্থা রোজভ্যালি কর্তা গৌতম কুন্ডুর দুটি মোবাইল এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে সিবিআই। বুধবার সিবিআই এর এক তদন্তকারী অফিসার জানান, রোজভ্যালি কাণ্ডে বহু প্রভাবশালী যোগ রয়েছে। এই মোবাইলের সূত্র ধরে প্রভাবশালীদের হদিস পাওয়া সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই অফিসাররা রোজভ্যালি সংক্রান্ত বেশ কিছু পুরানো ফাইল বের করে স্টাডি করেন বলেও খবর।

এদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির এক অফিসারের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তুলেছে সিবিআই। সোমবার ইডির তদন্তকারী অফিসার মনোজ কুমার সিংকে ঘণ্টা চারেক জিজ্ঞাসাবাদও করেন সিবিআই তদন্তকারীরা।

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে রোজভ্যালির প্রধান গৌতম কুণ্ডুকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। পরে সিবিআই গৌতম কুণ্ডুকে হেফাজতে নেয়। গ্রেফতারের সময় গৌতম কুণ্ডুর দু'টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। কিন্তু ওই মোবাইল ফোন দু'টি এখনও পর্যন্ত সিবিআইকে দেওয়া হয়নি। এনিয়ে সম্প্রতি গৌতম কুণ্ডুর স্ত্রী শুভ্রা কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। শুভ্রার কাছেও ওই মোবাইল ফোন দু'টির কোনও হদিস মেলেনি। এর পরেই মনোজ সিংকে জেরা করল সিবিআই। যে সময়ে মোবাইল দু'টি বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন মনোজ সিং তদন্তের মূল অফিসার ছিলেন। সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, সোমবার মনোজকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পরেও ওই দু'টি মোবাইলের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সারদাকাণ্ডে রাজ্য পুলিশ কর্তা রাজীবকুমারের বিরুদ্ধে একইভাবে তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তুলেছিল সিবিআই। এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির অফিসারের বিরুদ্ধেও সেই অভিযোগ উঠল।

বুধবার নয়াদিল্লিতে রাইসিনা ডাইলগ ২০২০ শীর্ষক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রিদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

লস এঞ্জেলেসে স্কুলের মাঠে উড়ন্ত বিমানের জ্বালানি পরে আহত ১৭ জন পড়ুয়া

লস এঞ্জেলেস, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : লস এঞ্জেলেসে আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় একটি বিমানের ফেলে দেওয়া জ্বালানি গিয়ে পড়ল প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের উপর। এই ঘটনায় স্থানীয় মঙ্গলবার ১৭ জন শিশু ও ন'জন ব্যক্তি সামান্য আহত হয়েছেন। সরকারি ভাবে এখবর জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

লস এঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের আগে ডেল্টা এয়ারলায়েন্সের একটি বিমান জ্বালানি ফেলতে বাধ্য হয় আর তা গিয়ে পড়ে শিশুদের খেলার মাঠে। লস এঞ্জেলেস কাউন্টি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট একটি বিবৃতিতে বলেছে, আহতরা সকলেই শহরতলি কুডাহির পার্ক অ্যাভিনিউ এলিমেন্টারি স্কুলের পড়ুয়া, তাদের কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডেরাল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) মুখপাত্র অ্যালেন কেনিৎজার বলেন, "লস এঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ানের পরেই জরুরি অবরতণের কথা ঘোষণা করে ডেল্টা এযারলায়েন্স ফ্লাইট ৮৯ এবং কোনওরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই অবতরণ করে।"

এফএএ জানিয়েছে, "কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরগুলির ভিতরে ও বাইরে জ্বালানি ফেলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

নিয়মে বলা আছে যে জ্বালানি ফেলতে হবে জনমানবহীন অঞ্চলে এবং এমন উচ্চতা থেকে ফেলতে হবে যাতে সেটি মাটিতে পড়ার আগেই নিঃশেষ হয়ে যায়।"সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানিয়েছে, জেটের বিমান থেকে স্কুলের খেলার মাঠে জ্বালানি পড়েছিল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ৭০ জন দমকলকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান আহতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করতে। লস এঞ্জেলেসের শেরিফের মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, এই ঘটনার পরেই অন্য পড়ুয়াদের স্কুল থেকে বার করে দেওয়া হয়। অভিভাবকদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাঁরা এসে যেন স্কুলের নিকটবর্তী নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সন্তানদের নিয়ে যান।

একটি বিবৃতিতে ডেল্টা এয়ারলায়েন্স জানিয়েছে যে, "এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি লস এঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সাংহাইয়ের দিকে রওনা হয়ে যায়। বিমানটির ইঞ্জিনে সমস্যা হওয়ায় জরুরি অবতরণ করতে হয়েছিল। জরুরি অবতরণের সময় ওজন কমাতেই কিছুটা জ্বালানি ফেলে দিতে হয়েছিল বিমানটিকে।" পরে এ সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাদের হাতে এলে সে কথা তারা জানিয়ে দেবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে উড়ান সংস্থাটি।

'তৃণমূলীদের হাতে' আক্রান্ত এসএফআই সমর্থক, প্রতিবাদ সভার ডাক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার রাতে রাজারহাট নারায়নপুর এলাকায় এসএফআই সমর্থকদের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক বলে একদল অভিযুক্ত চড়াও হয়। এর প্রতিবাদে এদিন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভার ডাক দেওয়া হয়েছে।

এসএফআইয়ের তরফে লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, "এনআরসি বিরোধী সভা চলাকালীন তৃণমূলী গুন্ডারা এসএফআইয়ের রাজ্য কমিটির সদস্য শুভজিৎ সরকারের ওপর নৃশংস হামলা চালায়। তৃণমূল মুখে বলছে তারা এনআরসি বিরোধী, কিন্তু বিজেপির সাথে সেটিং করে তাদের বিজেমূলী রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। কমরেডদের প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে গিয়ে, পরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় এলাকার গুন্ডাদের।"

প্রেসিডেন্সির এসএফআই ইউনিটের তরফে বলা হয়েছে, আমাদের ক্যাম্পাসেও যারা অরাজনীতির ভাঁওতা মেরে পরোক্ষ ভাবে তৃণমূলী গান শোনান, বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এই মুহূর্তের একমাত্র বিকল্প তৃণমূল, তারাও দেখে নিন এই হলো তৃণমূল। বিজেপির আরেক রূপ। যারা সমান ভাবে পড়ুয়াদের ওপর নামিয়ে আনছে হামলা, আক্রমণ। এদেরকে চিনে নিন। রুখে দাঁড়ান।" তৃণমূলের তরফে অবশ্য এসএফআইয়ের ওপর আক্রমণের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করা হয়েছে।

গোপীবল্লভপুর মন্দিরের দরজা ভেঙে চুরি

ঝাড়গ্রাম, ১৫ জানুয়ারি (হি. স.) : মন্দিরের দরজা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দু'নম্বর ব্লকের কুঠিঘাট এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে মা সন্তোষীর মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। মন্দিরের বিগ্রহের যাবতীয় অলংকার চুরি গিয়েছে। পাশাপাশি ওই এলাকায় অবস্থিত কালী মন্দিরেও চুরি করার চেষ্টা করেছিল চোরের দল। বুধবার সকালে মন্দিরের সাফাই কর্মী স্বপন দেহুরি এসে দেখেন মন্দিরের দরজা ভাঙা রয়েছে, ভেতরে মূর্তি মেঝেতে পড়ে রয়েছে। কোন অলংকার নেই। এরপরে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের ডেকে বিষয়টি দেখান। স্থানীয় মানুষজন বেলেবেড়া থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও বেলেবেড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌরভ ঘোষের দাবি, মন্দিরে চুরির চেষ্টা চালানো হয়েছিল। বিগ্রহটি ভেঙ্গে গিয়েছে তবে অলংকারাদি চুরি গিয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

টিকটকের ভিডিও করতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

মালদা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স): টিকটকের ভিডিও শুট করতে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম করিম শেখ (১৮)। মালদা জেলার পীরগাই গ্রামের বাসিন্দা তিনি।হাত-পা বেঁধে, মুখে প্লাস্টিক গুঁজে চলছিল তাঁর ভিডিও করা। সে সময় অচৈতন্য হয়ে পড়েন করিম শেখ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বন্ধুদের সাথে টিকটক ভিডিও বানাতে গিয়ে এমন বিপত্তিতে শোকের ছায়া ওই যুবকের পরিবারে। মালদা জেলার পুকুরিয়া থানার পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের পীরগাই গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।মৃত যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি থেকে সামান্য দূরে অন্য দুই বন্ধু আব্দুল শেখ ও জাকির শেখের সঙ্গে টিকটকের ভিডিও বানাচ্ছিলেন করিম শেখ।

সেনা দিবসে বীর সেনানীদের স্মরণ রাষ্ট্রপতি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : সেনা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের বীর সেনানীদের অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার সকালে নিজের ট্যুইটবার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, সেনা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভাই ও বোনেদের অভিনন্দন জানাই। নিজের ট্যুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি প্রাক্তন সেনা জওয়ানদেরও অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেনাবাহিনীকে জাতীয় গৌরব আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন যে তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত। দেশকে গর্বিত ও দেশকে সুরক্ষিত করেছে সেনা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সেনা দিবস উপলক্ষ্যে বীর সেনানীদের আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানিয়ে ট্যুইটারে লিখেছেন, সেনা জওয়ানদের অদম্য সাহস, বীরত্ব, শৌর্য এবং আত্মত্যাগের ফলেই ভারত আজ সুরক্ষিত। এর আগে সকালের দিকে রাজধানী দিল্লির ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল গিয়ে বীর সেনানীদের সম্মান জানান চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, সেনপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারভানে।

মকর সংক্রান্তিতে দিঘায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম

দিঘা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : মকর সংক্রান্তিতে দিঘায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড়। বুধবার পৌষ সংক্রান্তির ভোর থেকে দিঘায় ঠান্ডা ভালই ছিল, কুয়াশাও ছিল। দুইয়ে মিলে দিঘায় থেকেও অনেকেই ভোরের দিকে সমুদ্রে স্নান করতে যাননি। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়তে থাকে।

বেলা গড়াতে কুয়াশা সরে সূর্য দেখা দেয়। দ্রুত ভিড় বাড়তে থাকে সমুদ্রে। বেলার দিকে উপচে পড়ে ভিড়। দিঘা লাগোয়া পরিমা ১ ও ২ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েত এবং দিঘা শংকর পুর উন্নয়ন পর্ষদের তরফে পুণ্যার্থীদের জন্য ছোলা, বাতাসা ও জল দানের ব্যবস্থা করা হয়। জেলা পরিষদের তরফে স্বাস্থ্যশিবির খোলা হয়েছে আগেই যাতে পুণ্যার্থী বা পর্যটকদের শারীরিক সমস্যা হলে তাঁদের দ্রুত সহায়তা করা যায়।

মকরসংক্রান্তির ভোরে গঙ্গাসাগরে পুন্যস্নান, লাখো পুন্যার্থীর সমাগম

গঙ্গাসাগর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): প্রচলিত কথাতেই আছে 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'ঊ সমস্ত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে দেশের নানা প্রান্ত থেকে এই দিনটায় গঙ্গাসাগরে মনোস্কামনা নিয়ে হাজির হন পূণ্যার্থীরাঊ হাড় কাঁপানো ঠান্ডাকে কার্যত উপেক্ষা করে মকরসংক্রান্তির ভোরে গঙ্গাসাগরে ডুব দেন লক্ষাধিক পূণ্যার্থীঊ এবারও তার ব্যতিক্রম হল নাঊ বুধবার ভোর থেকে শুরু হয়েছে পুন্যস্নানঊ পূণ্যার্থীরা বেশ কিছুদিন আগেই পৌঁছে যান গঙ্গাসাগরেঊ সরকারি হিসেব অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই নাকি ১২ লক্ষের বেশি পূণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে স্নান করে ফিরে গিয়েছেনঊ তাই জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাঊ ড্রোনে চলছে নজরদারিঊ

বিখ্যাত হিন্দু তীর্থস্থান গঙ্গাসাগর সাগর দ্বীপে অবস্থিতঊ প্রতি বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এখানে বিরাট মেলা হয়ঊ মকরসংক্রান্তির ভোরে গঙ্গায় স্নান করে স্থানীয় কপিল মুনি মন্দিরে পুজা দেন পূণ্যার্থীরাঊ প্রতিবছরের মতো এবারও ভোর থেকেই কপিল মুনির আশ্রমে পূণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়েছেঊ মেলা চত্বর ও কপিল মুনির আশ্রমে প্রচুর সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছেঊ রাজ্য পুলিশ ছাড়াও রয়েছে উপকূলরক্ষী বাহিনীর হোভারক্রাফট। এ বছর কোনও পূণ্যার্থী গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এয়ারলিফট করে কলকাতায় আনারও ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি মেলা চত্বরে আইসিইউ সুবিধা সহ রয়েছে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত হতে চলেছেন তারানজিত সিং সান্ধু

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হতে চলেছেন তারানজিত সিং সান্ধু। তিনি হর্ষবর্ধন শ্রীংলার স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। কিন্তু এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রশাসনের তরফে করা হয়নি।

দেশের পরবর্তী বিদেশসচিব হতে চলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রীংলা। চলতি মাসের শেষের দিকে তিনি নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। অন্যদিকের বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করে চলেছেন তারানজিত সিং সান্ধু। ২০১৭ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে তিনি এই পদে কর্মরত। এর আগে ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় দূতাবসের ডিপুটি চিফ অফ মিশন পদে নিযুক্ত ছিলেন। ফলে মার্কিন কূটনীতিকদের কাছে চেনা মুখ হলেন তারানজিত সিং সান্ধু।

কিংবদন্তি চুনি গোস্বামীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : কিংবদন্তী প্রাক্তন ফুটবলার চুনী গোস্বামীকে ট্যুইট করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার সকালে নিজের ট্যুইটবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'বিশিষ্ট ফুটবলার চুনী গোস্বামীর জন্মদিনে জানাই শুভেচ্ছা। ২০১৩ সালে ওনাকে আমরা বঙ্গ বিভূষণ সম্মানে ভূষিত করেছিলাম।' উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে অবিভিক্ত বাংলার কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন চুনী গোস্বামী। দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চলে আসেন তিনি। ১৯৪৬ সালে ঐতিহ্যশালী মোহনবাগান জুনিয়র দলে যোগ দান। ১৯৫৪ সালে সিনিয়র টিম সুযোগ পান। ১৯৬৩, ৬৪,৬৫ সালে মোহনবাগানের ডুরাণ্ড জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। চুনী গোস্বামীর খেলোয়াড় জীবনে সব থেকে বড় সাফল্য হচ্ছে ১৯৬২ সালের এশিয়ান গেমসে ফুটবলে সোনা জয়। এদিন ৮২ বছর বয়স পূরণ করলেন তিনি।

প্রসঙ্গত ফুটবল ছাড়াও ক্রিকেটেও সমান ভাবে দক্ষ ছিলেন। বাংলা হয়ে খেলেছেন ৪৬টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ। একটি শতরানও রয়েছে তাঁর।

দীপিকার বড় গুণমুগ্ধ বাবুল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নিজেকে দীপিকা পাড়ুকোনের বড় গুণমুগ্ধ বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আসানসোলের দাপুটে বিজেপি নেতা বাবুল সুপ্রিয়।জেএনইউতে দুষ্কৃতি হামলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন পড়ুয়াদের বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। দেখা করেছিলেন ছাত্র সংসদের সভানেত্রী ঐশী ঘোষের সঙ্গেও। বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি একাধিক বিজেপি নেতা। মঙ্গলবার কার্যত দলীয় লাইন থেকে সরে এসে দীপিকাকে প্রশংসা ভরিয়ে দিলেন বাবুল সুপ্রিয়। ওদিন ছত্তিশগড়ের দুর্গে সাংবাদিকদের কাছ এক সময় বলিউডের সাড়া জাগানো গায়ক বাবুল দাবি করেন যে তিনি দীপিকার সব থেকে বড় গুণমুগ্ধ। লাস্যময়ী এই বলিউডি অভিনেত্রীর ছবি ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি দেখেই নিজের ছোট মেয়ে নয়নার নামকরণ করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দীপিকার বিরুদ্ধে যে প্রকার অশালীন কুৎসা চলছে তার প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, দীপিকার বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য একেবারে কাম্য নয়।পাশাপাশি সিএএ নিয়ে যে অযথা চিন্তার কোনও কারণ নেই, তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।